NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ইতিহাসের স্মৃতিমাখা কলকাতা জিপিও-র ২৫০ বছর

তৃণমূলের উপপ্রধানকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে খুন ৫

কলকাতা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.2.2024, Vol.17, Issue No. 256, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ফের রদবদল রাজ্য পুলিশে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ৩রা মার্চ রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তার আগে ফের রদবদল রাজ্য পুলিশে। জরুরি ভিত্তিতে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এসটিএফ, সিআইডি, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো -সহ একাধিক বিভাগে। কোর্ট ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডেপুটি এসপি, এসিপি, অ্যাসিসট্যান্ট কমান্ডান্ট, জয়েন্ট অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর পদাধিকারীদের। বদলি হচ্ছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগ, জফর আজমল কিদওয়াই। তাঁকে পদভার দেওয়া হয়েছে ডিসি আরএফ, কলকাতা পদের। তাঁর জায়গায় এবার ডিসি দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের দায়িত্বভার সামলাবেন ডঃ ভোলানাথ পান্ডে। এছাড়া কালিম্পং, কোচবিহার, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা, জলপাইগুড়ির ডাবগ্রামের ইন্সপেক্টর(এবি) পদে রদবদল করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ রুটিন বদলি বলেই জানা গিয়েছে।

হিংসা ছড়ানোয় ধৃত ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় রামনবমী চলাকালীন সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর দায়ে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। শুধু সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোই নয়, ২০২৩ সালে রামনবমীর পদযাত্রায় হিংসা ছড়ানোর জন্য উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

করোনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার করোনার বলি খাস কলকাতার এক যুবক। বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। রবিবার রাতে প্রাণ হারান যুবক। এই মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম আশিস হালদার। বয়স ২৪ বছর খাস কলকাতার বাসিন্দা ওই যুবক। বিগত কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। পরবর্তীতে দেখা দেয় শ্বাসকষ্টের সমস্যা। অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার তাঁকে ভর্তি করা হয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

জাতীয় নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আর্থিক সংবেদনশীল' অঞ্চলে নজরদারির জন্য জেলা গোয়েন্দা কমিটি (ডিস্ট্রিক্ট ইন্টালিজেন্স কমিটি) গড়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই প্রথম বার। আশঙ্কা, লোকসভা ভোটের আগে বেশ কিছু অঞ্চলে ভিনরাজ্য থেকে টাকা আসতে পারে। বেআইনি ভাবে টাকার লেনদেনও হতে পারে। এ সব বিষয়ে নজরদারির জন্য গঠিত কমিটিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূলের সংসদীয় দল। সোমবার সেই মর্মে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে স্মারকলিপিও জমা দেয় তারা। স্মারকলিপিতে আধার বাতিল, চোপড়াকাণ্ডের উল্লেখও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় তৃণমূলের সংসদীয় দল। ওই দলে ছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়, প্রতিমা মণ্ডল, দোলা সেন, সাজদা আহমেদ এবং সাকেত গোখলে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের উদ্দেশে লেখা স্মারকলিপিতে জেলা গোয়েন্দা কমিটির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে।

স্থগিত আইএসসি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: পরীক্ষা শুরুর দুঘণ্টা আগে স্থগিত হয়ে গেল আইএসসির কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। সোমবার দুপুর ২টো থেকে পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও অনিবার্য কারণ দেখিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করে দেন সিআইএসসিই বোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার পরবর্তী দিনক্ষণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

'শাহজাহানের গ্রেপ্তারিতে আর বাধা নেই পুলিশের'

সাফ জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার দাবি করেছেন, আদালতের নির্দেশের জেরেই গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না শেখ শাহজাহানকে। সোমবারই শাহজাহান ইস্যুতে অবস্থান স্পষ্ট করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম জানিয়েছেন, সন্দেশখালি মামলায় কোনও স্থগিতাদেশ নেই। শাহজাহানকে গ্রেপ্তারিতে বাধা নেই পুলিশের। প্রায় দু মাস ধরে বেপাত্তা সন্দেশখালির বাঘ শেখ শাহজাহান। ইডি একাধিকবার তলব করেও তাঁর হদিশ পায়নি। এদিকে রাজ্য পুলিশও গ্রেপ্তার করতে পারছে না তাঁকে। যার ফলে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছিল সন্দেশখালির বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মহেশতলা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের জেরেই। সোমবার মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম জানিয়েছেন শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশের কোনও বাধা নেই। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, ইডির মামলায় সিট গঠনে স্থগিতাদেশ ছিল। কিন্তু পুলিশের গ্রেপ্তারিতে কোনও বাধা নেই। পুলিশ শাহজাহান বা যে কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতেই পারে। পাশাপাশি শাহজাহানকে সন্দেশখালি মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেন। শাহজাহানকে এ বিষয়ে নোটিস জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রেজিস্ট্রারকে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে নোটিস জারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৭ দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হবেন শেখ শাহজাহান

দাবি কুণাল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের শেখ শাহজাহান সংক্রান্ত নির্দেশ এবং প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের পরে তৃণমূল ফের দাবি করল, আদালতের কারণেই শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি রাজ্য পুলিশ। 'জট' কেটেছে। সাত দিনের মধ্যে শাহাজাহান গ্রেপ্তার হবেন।

রবিবার মহেশতলায় গিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, আদালতই শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের পথে প্রধান অন্তরায়। অতঃপর সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, 'স্পষ্ট ভাবে বলছি, পুলিশকে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। ইডির মামলায় সিট গঠনের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা পুলিশকে বলিনি যে, গ্রেপ্তার করা যাবে না।' তার পরেই পুরনো নির্দেশ দেখিয়ে তৃণমূল দাবি করেছে, আগের রায়ে পুলিশের হাত-পা বেঁধে দিয়েছিল আদালত। তাই শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। সোমবার তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আদালতের ব্যাপারে সাধারণত কেউ কিছু বলেন না। অপ্রিয় প্রশ্নটা তুলেছিলেন অভিষেক। তিনি বলার পরেই আদালতকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। তাই মামলা নির্ধারিত না থাকলেও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সোমবার মামলাটি ওঠে।' তৃণমূল পুরনো রায়ের ৭ এবং ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ দেখিয়ে দাবি করছে, আদালত স্পষ্টই বলেছিল, রাজ্য পুলিশকে সংযত থাকতে হবে। তারা কোনও প্রক্রিয়া করতে পারবে না।

সোমবার আদালত বিষয়টি স্পষ্ট করার পরেই সন্দেশখালি থানায় শাহজাহানের নামে পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে পুলিশের তরফে। তার পরে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে কুণাল লিখেছেন, 'আদালতের আইনি জটেই বিষয়টি আটকে ছিল। তার সুযোগে রাজনীতি করছিল বিরোধীরা। আজ হাইকোর্ট সেই জট খুলে পুলিশকে পদক্ষেপে অনুমোদন দেওয়ায় ধন্যবাদ। সাত দিনের মধ্যে শাহজাহান গ্রেপ্তার হবেন।' প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির আরও এক অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অজিত মাইতিকেও সোমবার সকালে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার এলাকার গণরোষের মুখে পড়েছিলেন অজিত। তিনি এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পুলিশই তাঁকে উদ্ধার করে আটক করেছিল।

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম জানান, আদালত পুলিশকে শাহজাহানের গ্রেপ্তারির উপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। তার পরেই ময়দানে নামে তৃণমূল। তারা গত ৭ ফেব্রুয়ারির আদালতের নির্দেশ (প্রধান বিচারপতিরই জারি করা) দেখিয়ে সমাজমাধ্যমে জানায়, কলকাতা হাইকোর্ট শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 'সিট' গঠনে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। নির্দেশের একটি প্রতিলিপিও তারা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে। যাতে সংশ্লিষ্ট অংশটি হলুদ এবং লাল রঙের কালিতে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

স্থগিত থাকা জেলা সফর শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য স্থগিত থাকা জেলা সফর শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গলমহল জুড়ে তিনদিন একের পর এক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। সোমবার সন্ধেয় রওনা দেন তিনি। এদিন অন্ডাল বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দুর্গাপুর পৌঁছন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে একদফা বৈঠক সারেন তিনি। সোমবার রাতে দুর্গাপুরেই থাকেন মমতা। তিন জেলায় প্রশাসনিক সভা থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দুর্গাপুর থেকে হেলিকপ্টারে পুরুলিয়া পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। ওইদিন বিকেলেই পুরুলিয়া থেকে হেলিকপ্টারে করে বাঁকুড়া পৌঁছবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতে বাঁকুড়ায় থাকবেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়ার খাতড়ায় সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে সরকারি প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম জেলার জন্যই ৫০০ কোটি টাকারও বেশি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন মমতা। বাঁকুড়া জেলার জন্য এক হাজার কোটি টাকারও বেশি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা তাঁর। তবে এবারের সফরে সাঁওতালি মাধ্যম স্কুলগুলিতে অলচিকি ভাষায় প্যারা-টিচার নিয়োগেরও বেশ কিছু বার্তা দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

অজিত মাইতির পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অজিত মাইতিকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল বসিরহাট মহকুমা আদালত। অন্যদিকে, সন্দেশখালির একটি ঘটনায় জামিন মঞ্জুর হয় শিবুপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবুর। যদিও তাঁর আইনজীবী বলেন, '৩৯ নম্বরের অন্য আর একটি মামলায় শিবু হাজরাকে ছয় দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঝুপখালি এবং সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনার মধ্যে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেড়মজুর। সেখানকার স্থানীয় তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির বাড়িতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। পলাতক তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সেই অজিতকে শনিবার গ্রামবাসীদের একাংশ তাড়া করেন। প্রাণ বাঁচাতে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে ঢুকে পড়েন অজিত। নিজেকে প্রায় চার ঘণ্টা ওই বাড়িতে বন্দি করে রেখেছিলেন তৃণমূল নেতা। শেষে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে। রবিবারই তাঁকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়েছিল শাসকদল। রাতভর জেরার পর সোমবার অজিতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই সঙ্গে দলের পদ থেকেও সরানো হয় বলে জানিয়ে দেয় তৃণমূল। অন্যদিকে, অজিত জানান, এক সময় তাঁকে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য করিয়েছিল শাহজাহান বাহিনী। তিনি আর দলের কোনও পদে থাকতে চান না।

অন্যদিকে, শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ শিবু হাজরা এবং উত্তম সর্দারকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ন্যাজাট থানা অঞ্চল থেকে শিবুকে পাকড়াও করা হয়। ওই দু'জনের বিরুদ্ধেই গণধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে। শিবুর সঙ্গে একই দিনে জামিন পাওয়ার পর দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার হন সন্দেশখালির বিজেপি নেতা বিকাশ সিং। অশান্ত সন্দেশখালিতে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সোমবার সেই বিকাশকেও আরও দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট মহকুমা আদালত।

'খালিস্তানি' বিতর্কে মুখ্যসচিবের দ্বারস্থ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: খালিস্তানি বিতর্কে নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করল শিখ সম্প্রদায়ের একদল প্রতিনিধি। এদিন নবান্নে মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার সঙ্গে দেখা করে তার হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সন্দেশখালি যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের আটকে দিলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ আধিকারিককে খালিস্তানি বললে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এরপরে শিখ গুরুদ্বার কমিটির এক প্রতিনিধি দল গত বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। যাঁরা পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে শিখ প্রতিনিধি দলের তরফে।

এ দিন শিখ প্রতিনিধি দলের সদস্য গুরমিত সিং নবান্ন থেকে বেরোনোর সময় বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনারা জানেন এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে রয়েছেন। আর সে কারণেই মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে গেলাম।'

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই সন্দেশখালি যাওয়ার পথে শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়কদের ধামাখালিতে বাধা দেয় পুলিশ। এই সময় পুলিশের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক শুরু হয় শুভেন্দু অধিকারী এবং অগ্নিমিত্রা পলের। সেই সময় সেখানে দায়িত্বে ছিলেন আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিং। বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে তাঁকে খালিস্তানি বলার অভিযোগ তোলেন তিনি। এই নিয়ে তোলপাড় হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি।

খালিস্তানি ইস্যু নিয়ে সরব হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকী, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও এই ইস্যুতে সুর চড়ান। রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। কলকাতায় বিজেপির প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বিজেপির দলীয় অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। শিখ সম্প্রদায়ের দাবি, ওই পুলিশ আধিকারিককে খালিস্থানি বলে সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে অপমান করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ মুখ্যসচিবের কাছে অভিযোগ জানালেন শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা।

জ্ঞানবাপী মসজিদে চলবে পুজো, নির্দেশ এলাহাবাদ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: জ্ঞানবাপী মসজিদে হিন্দুরা পুজো করতে পারবেন। রায় বহাল রাখল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সোমবারের শুনানিতে মুসলিম পক্ষের আবেদন খারিজ করে দেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি। জ্ঞানবাপীর বেসমেন্টে পুজার্চনা শুরু হওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মুসলিম আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি। কিন্তু তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিয়ে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্পষ্ট বলে দেয়, জ্ঞানবাপী মসজিদের 'ব্যাস জি কা তয়খানাতে' হিন্দুদের পুজোপাঠ জারি থাকবে। বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়ালের সিঙ্গল বেঞ্চ এই রায় দেয়।

প্রসঙ্গত, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্ট কী ভাবে জ্ঞানবাপী মসজিদের বেসমেন্টে পুজো করার অনুমতি পায়, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষ। এবিষয়ে বারাণসী জেলা বিচারক আগেই নির্দেশে জানিয়েছিলেন, জ্ঞানবাপী মসজিদে পুজো চলবে। বিচারক ওই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, সাত দিনের মধ্যে মসজিদের দক্ষিণ দিকের ভূগর্ভস্থ পাতাল ঘরে পুজোর আয়োজন করতে হবে।

সেই নির্দেশের পরই, জ্ঞানবাপী মসজিদের ব্যাসের তহখানায় আবার সমস্ত উপচারে পুজো করা হয়। যা নিয়ে আপত্তি তোলেন মসজিদের দায়িত্বে থাকা অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি। বারাণসী আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মুসলিম পক্ষ। সোমবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট বারাণসী জেলা আদালতের ৩১ জানুয়ারির রায় বহাল রাখে। প্রসঙ্গত, তহখানা হচ্ছে মসজিদের নীচের ভূগর্ভস্থ ঘর বা পাতালঘর। জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচে এমন চারটি তহখানা রয়েছে। এর মধ্যেই দক্ষিণ দিকের তহখানাটি এখনও ব্যাস পরিবারের মালিকানাধীন। তাই তহখানাটির নাম 'ব্যাস কি তহখানা'। সেখানেই পুজো করা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত।

প্রয়াত পঙ্কজ উধাস, শোকস্তব্ধ সঙ্গীতজগৎ

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি: প্রয়াত খ্যাতনামা গজল গায়ক পঙ্কজ উধাস। ৭২ বছর বয়সে চিরবিদায় নিলেন গায়ক। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণের খবর সুনিশ্চিত করেছেন শিল্পীর মেয়ে নায়াব উধাস। তিনি বলেন, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি, পদ্মশ্রী শিল্পী পঙ্কজ উধাস ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন।' মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে সকাল ১১ টা নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সঙ্গীতজগৎ। সারা জীবনে দেশ-বিদেশের একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পঙ্কজ উধাস। ২০০৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। শিল্পীর প্রয়াণে দেশের সঙ্গীত জগতের বিশিষ্টরা সমাজমাধ্যমে শোকবার্তা জানিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে খবর শোকার্ত সোনু নিগম। তিনি সমাজমাধ্যমের পাতায় লেখেন, 'আমার শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় পঙ্কজ উধাস, তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। আপনাকে আজীবন মিস্ করব। আপনার মৃত্যুর খবরে শোকাহত। আমাদের জীবনে থাকার জন্য ধন্যবাদ।' পরিবারসূত্রে খবর, মঙ্গলবার প্রয়াত শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

অনুষ্ঠান, অ্যালবাম, ছবির গানে আশির দশককে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন পঙ্কজ। 'চান্দি জ্যায়সা রঙ্গ', 'না কাজরে কি ধার', 'দিওয়ারোঁ সে মিল কর রোনা', 'আহিস্তা', 'থোড়ি থোড়ি প্যার করো', নিকলো না বেনকাব'; পঙ্কজ উধাসের গাওয়া সব গজল আজও শ্রোতাদের মনের রসদ। 'নশা', 'পয়মানা', 'হসরত', 'হামসফর'-এর মতো বেশ কয়েকটি বিখ্যাত অ্যালবামও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ১৯৫১ সালের ১৭ মে গুজরাতের জেটপুরে জন্ম পঙ্কজ উধাসের। কেশুভাই উধাস ও জিতুবেন উধাসের তিন সন্তানের মধ্যে পঙ্কজ ছিলেন কনিষ্ঠ। পরিবারসূত্রেই তাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি। সন্তানদের সঙ্গীতের প্রতি উৎসাহ দেখে কেশুভাই তাঁদের রাজকোটের সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দেন। শুরুতে তবলার প্রশিক্ষণ নিলেও পরবর্তী সময়ে গুলাম কাদির খানের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে গোয়ালিয়র ঘরানার জনপ্রিয় শিল্পী নবরং নাগপুরকরের কাছে তালিম নিতে পঙ্কজ মুম্বই চলে আসেন। সিনেমার গানে তাঁর অভিষেক হয় 'হম তুম ওউর ওহ' ছবির মাধ্যমে। তবে ১৯৮৬ সালে 'নাম' ছবিতে তাঁর গাওয়া 'চিঠ্ঠি আয়ি হ্যয়' গানটি তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়। তার পর ১৯৯১ সালে 'সাজন' ছবির 'জিয়ে তো জিয়ে' গানটিও তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম হিট।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Subodh Kumar Ghosh S/o. Bankim Chandra Ghosh ও Subodh Kr. Ghosh S/o. Lt. B. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Sarathi Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Monoj Chakraborty ও Lt. Monoj Chakraborty, Manoj Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Apurba Nag ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jagadish Chandra Nag ও Late Jagadish Ch. Nag, Jagadish Ch. Nag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Tapan Kumar Banik, son of Hemanta Kumar Banik, residing at 90 I.C. Road, Rahara, Khardah (M) Dist: 24 Parganas (North) Kolkata-700118, West Bengal, India, do hereby declare that I filed before the Ld. Metropolitan Magistrate dated 21.02.2024 and serial no 29320 that in LIC Mutual Fund, UTI Mutual Fund, other Mutual Fund and some shares certificates name is wrongly recorded as Tapan Banik in the place of Tapan Kumar Banik. My actual and correct name is Tapan Kumar Banik. Tapan Kumar Banik and Tapan Banik is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১১ নং এফিডেভিট বলে Kishore Kumar Pal S/o. Manindranath Pal ও Kishore Kr. Pal S/o. Lt. M. N. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sridip Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nikhilesh Banerjee ও Lt. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Saikat Sen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Swapan Sen ও S. Kr. Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Sarita Debi Bhimrajka daughter of Debi Prasad Lohia, residing at Bus Stand, Dubrajpur, P.O. Dubrajpur, Dist: Birbhum, West Bengal, Pin-731123, India, do hereby declare that filed before the Ld. Metropolitan Magistrate dated 06.02.2024 and serial no 2711 that in my Reliance Industries Ltd and some other shares certificates name is wrongly recorded as Sarita Bhimrajka in the place of Sarita Debi Bhimrajka. My actual and correct name is Sarita Debi Bhimrajka. Sarita Debi Bhimrajka and Sarita Bhimrajka is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৮৩ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Biswas S/o. Benimadhab Biswas ও Dilip Kr. Biswas S/o. B. M. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৪ ই ফাল্গুন, মঙ্গল বার। তৃতীয় তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। উর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ।নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন ।শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : আজ মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ।ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে ।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধি র সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন, শুভ হবে।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১১৩ নং এফিডেভিট বলে Deep Dey S/o. Sambhu Dey ও Deep Day S/o. Shambhu Day সাং সুলতানগাছা, পোলবা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৫/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২১৬৫ নং এফিডেভিট বলে Bimal Ghosal S/o. Tarini Charan Ghosal ও Shyamal Ghosal S/o. Tarini Charan Ghosal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sushovan Mohanta S/o. Ramkrishna Mohanta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার D.L. এ আমার নাম Sushovan Mohanta S/o. A. R. Mohanta (Mother) এর পরিবর্তে Sushovan Mohanta S/o Ramkrishna Mohanta (Father) করিতে চাই।

CHANGE OF NAME

I, Suman Saha residing at 26/6/5, Lake East Fourth Road, Santoshpur, Kolkata-700075. I have changed my son name from SAYAN SAHA to ESHAAN SAHA vide Affidavit dated 03/01/2024 sworn before the Ld. Metropolitan Magistrate at Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate at Dantan.
Dist-Paschim Medinipur.
Succession Certificate Case NO- 5/2023
Smt. Chhabi Bhunia & others .... Petitioners.

এতদ্দ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার অন্তর্গত উক্রসন্ডা মৌজার সর্ব্বসাধারনগনকে জানানো যাইতেছে এই যে, উক্রসন্ডা সাকিনের নিবাসী অধুনা মৃত ৺প্রানকৃষ্ণ ভূঞ্যাঁ পিতা ৺নরেন্দ্রনাথ ভূঞ্যাঁ এর স্ত্রী ও পুত্রগন অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারীগন তাহাদের পিতাঠাকুর অধুনা মৃত ৺প্রানকৃষ্ণ ভূঞ্যাঁ এর জমাকৃত নিম্ন (A) তপশীল বর্ণিত আমানত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক হইতে ফেরৎ পাইবার নিমিত্ত অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার এক মাসের মধ্যে তিনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবু নিযুক্তে আপত্তি দর্শাইতে পারেন। নতুবা আইনানুগ কার্য করা হইবে।

Schedule "A"

1. **Two Multi Benefit Deposit Scheme A/C being no-234 dt. 25/02/1998, Rs-23,315/-** + interest (Rupees-Twenty three thousand three hundred fifteen + interest) & **being no-MBD-141 dt. 18/08/2007, Rs-23,272/-** + interest (Rupees-Twenty three thousand two hundred seventy two + interest) only, issuing Authority Punjab National Bank, Bakhrabad Branch.
2. One **Multi Benefit Deposit Scheme A/C being no- MBD-568 dt. 08/10/1998, Rs-14,426/-** + interest (Rupees-fourteen thousand four hundred twenty six + interest) only, issuing Authority Punjab National Bank, Belda Branch.
3. one Super Saver Term Deposit, **Account being no-11604404010 dt. 22.03.2007 Rs. 40,000/-** + interest (forty thousand + interest) only, issuing authority State Bank of India, Belda Branch.

Total Amount: - Rs. 1,01,013 /- + interest (one lakh one thousand thirteen + interest) only.

আদেশানুসারে
Bishwanath Jana.
সেরেস্তাদার
ডেলিগেট আদালত, দাঁতন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর,16.02.2024

NOTICE

In the Court of Learned District Delegate, Kharagpur.
Ref: Succ. Case No. - 31/2020

1. Smt Esramma
2. P. Naresh ...Petitioners
-VS-
P. Swati @ S. Swati ...Opposite Party

NOTICE

This is to information of the general public of Rly Qtr No. E-32/02, Unit No.1, Jaihind Nagar, Mathurakati, Ward No. 15, P.O.+P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, that the above named Petitioners have filed an application for the grant of Succession Certificate in respect of the Balance of Late P. Ramanamma @ Ramanamma u/s - 372 of the Indian Succession Act in respect of the payment of unpaid P.F. amounting Rs. 93,681/- (approx).

If any persons have any objection then he / they in person or through his / their lawyer may appear in Court within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the matter shall be held exparte.

Dated:- 06/12/2023

By Order
Serestadar
Madan Mishra.
District Delegate Court

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Kharagpur Paschim Medinipur
Probate Case No. 20/2022
Smt. Shukla Ghosh ...Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining probate of Will executed by Sushila Adhikari W/O - Late Kartick Chandra Adhikari of Bhagwanpur, Kharagpur (Town) in respect of property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/ she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

"Ka" Schedule Property (Which Sri Arindam Adhikari shall get)

Dist - Paschim Medinipur, Police Station - Kharagpur (Town), Mouza - Bhagwanpur, J.L. No. 141, R.S. Khatian No. 1/1, R.S. Plot No. 76, Area - 01.03 Decs together with room (341 Sq.ft), Varandah, Latrine, Bathroom, Well, Vacant Land (108 Sq.ft), One Foot wide Common Drain and 3ft Wide Common Road and part of common stairs.

"Kha" Schedule Property (Which Smt. Supriya Sarkar, Smt. Shipra Ghosh, Smt. Dipa Chowdhury, Smt. Iva Roy, Smt. Kanika Mukherjee and Smt. Shukla Ghosh shall get)

Dist - Paschim Medinipur, Police Station - Kharagpur (Town), Mouza - Bhagwanpur, J.L. No. 141, R.S. Khatian No. 1/1, R.S. Plot No. 76, Area - 03.07 Decs together with, in the Map enclosed with the Will, "Kha" marked Room (941 Sq.ft), Varandah, Latrine, Vacant Land (398 Sq.ft), One Foot wide Common Drain and 3ft Wide Common Road and part of common stairs.

By Order
Madan Mishra
Sherestadar
District Delegate, Kharagpur
Paschim Medinipur, 21.02.24.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লিলুয়াতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘরে আটকেই মৃত্যু ২ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গভীর রাতে আগুন লেগেছিল। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে আগুনে মৃত্যু হল ২ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে লিলুয়া থানার চকপাড়া নতুন পল্লিতে। মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ২ জনের। আশঙ্কাজনক আরও একজন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘরের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান মা আঙুর বালা দোলুই (৮৪) ও জামাই মধু সানা (৬০) । রবিবারে আচমকা এই ঘটনায় চক্রান্তের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না পাড়া প্রতিবেশীরা। স্থানীয় বাসিন্দা ঝুমা সাহা জানান, 'দুর্ঘটিনাগ্রস্থ পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল। দরমার ঘরে কোনও বিদ্যুৎ কিংবা গ্যাস সিলিন্ডার ছিল না। একেবারে নিম্নবিত্ত এই পরিবারে আলো জ্বালাতে হ্যারিকেন ব্যবহার করা হত। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘর থেকে কেউ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি বলেই সূত্রের খবর। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশীরা এই ঘটনার পিছনে অন্তর্ঘাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এক বাসিন্দা সুনীল শর্মার অভিযোগ, 'পুড়িয়ে মারা হয়েছে।' এই মর্মান্তিক ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক সেটাই দাবি জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা। যদিও পরিবারের অন্য সদস্যরা পারিবারিক কোনো ঝামেলা অশান্তির কথা স্বীকার করতে চাননি। অরূপ দোলুই নামে এক সদস্য জানান, তাঁদের কোনও শত্রু ছিল না। যদিও আগুন লাগার কারণ নিয়ে তিনিও সন্দেহ প্রকাশ করেন। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠি। তিনি ঘটনার সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে আসার কথা।

চিটফান্ড মামলার তদন্তে কাঁচড়াপাড়ার বাড়িতে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ মুকুল রায়কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চিটফান্ড দুর্নীতি মামলায় নোটিস পাঠিয়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়কে দিল্লিতে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কিন্তু চিঠি দিয়ে তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায় জানিয়ে দেন, বাবার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি অসুস্থ। এই মুহূর্তে বাবার পক্ষে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয়। ভিডিও কনফারেন্স কিংবা বাড়িতে এসে তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। এরপর তদন্তের জন্য ফের নোটিস পাঠায় ইডি। সেই নোটিশের ভিত্তিতে সোমবার কাঁচরাপাড়ার ঘটক রোডের 'যুগল রেখা' ভবনে আসেন ইডি-র অধিকারিকা। মুকুল রায়কে দীর্ঘক্ষন জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে যান তদন্তকারীরা। যদিও এদিন মুকুল রায়ের বাড়িতে ইডির তদন্তে আসা নিয়ে কেউ কিছু টের পায়নি। মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় এদিন জানান, দ্বিতীয় বার নোটিস পাঠিয়ে এদিন বাড়িতে আসেন তদন্তকারীরা। যদিও সেইসময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। শুভ্রাংশু-র কথায়, এদিন সকাল ১১-৩০ নাগাদ তদন্তকারীরা আসেন। আড়াই থেকে তিন ঘন্টা তারা বাড়িতে ছিলেন। বাবা তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। তবে জিজ্ঞাসাবাদে ইডির আধিকারিকরা সন্তুষ্ট বলে জানালেন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়। ফের তদন্তকারীরা আসবেন কিনা, তা নিয়ে কিছুই জানাতে চান নি মুকুল পুত্র।

আধুনিক হয়ে উঠবে আন্দুল স্টেশন, একাধিক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দক্ষিণ পূর্ব রেলের আন্দুল স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় নতুন রূপে সেজে উঠতে চলেছে। এই উপলক্ষে স্টেশনের আধুনিকীকরণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

নরেন্দ্র মোদী সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০০০টি রেলওয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এ জন্য খরচ হয়েছে ৪১ হাজার কোটি টাকা। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ৪৬টি স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। ১০৮টি রোড ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাসের জন্য উদ্বোধন / ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। আদ্রা, খড়গপুর, চক্রধরপুর এবং রাঁচির সমস্ত চারটি বিভাগের ১৪১টি স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সি পি রাধাকৃষ্ণন, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল টাটানগর রেলওয়ে স্টেশনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার/এসইআর, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/চক্রধরপুর, রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের ২২টি অমৃত স্টেশনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল যার মোট আনুমানিক খরচ ৫৯৭.১৫ কোটি। অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশনগুলি পুনর্নির্মাণ করা হবে, আদ্রা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, জয়চণ্ডী পাহাড়, বার্নপুর, খড়গপুর, মেচেদা, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বাগনান, মেদিনীপুর, উলুবেড়িয়া, আন্দুল, পাঁশকুড়া, হিজলি, বেলদা। , দীঘা, হলদিয়া, সুইসা, তুলিন ও ঢালিদা। পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি রোড ওভারব্রিজ/আন্ডারপাসের জন্য মোট আনুমানিক খরচ ধার্য হয়েছে ৪৯২.০৫ কোটি।

রাজ্যের পুর এলাকায় বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদনে বিশেষ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পুরসভা এলাকাগুলিতে বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদনের কাজ সহজতর করতে রাজ্য সরকার বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত দিন পর্যন্ত পুর এলাকায় বাড়ির নকশা অনুমোদন করত বোর্ড অফ কাউন্সিলার। এবার থেকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি এই কাজ করবে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ কাউন্সিলারসের মনোনীত একজন কাউন্সিলার, একজন ফিনান্স অফিসার এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কমিটিতে রাখা হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকায় আগে থেকেই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আলাদা কমিটি রয়েছে। যদিও অন্যান্য পুরসভাগুলির ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নিত বোর্ড অফ কাউন্সিলারস। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পুরসভার কাছ থেকে কেউ বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পেলে তিন বছর পর্যন্ত তার মেয়াদ থাকবে। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আরও দু'বছরের জন্য তা নবীকরণ করানো যাবে। সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ফি নির্ধারণ করবে। বিল্ডিং কমিটি যে সময়সীমা বেঁধে দেবে, তার মধ্যেই বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে হবে।

> এবার থেকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি এই কাজ করবে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

মিউনিসিপ্যালিটিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলারসের মিটিং কতদিন অন্তর হবে, তার কোনও নিয়ম নেই। সবটাই নির্ভর করে চেয়ারম্যানের উপর। চেয়্যারম্যানরা ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই মিটিং পিছিয়ে যায়। ফলে অনেক সময়েই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের কাজ আটকে যায়। কোনও কারণে মিউনিসিপ্যালিটিতে বোর্ড গঠন সম্ভব না হলে বোর্ড অফ কাউন্সিলারসের অস্তিত্ব থাকে না। তখন বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের প্রক্রিয়াটাই থমকে যায়। এই কারণেই আইন সংশোধন করে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষমতা কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শহরতলি এলাকায় বাড়ির নকশা অনুমোদন করাতে কাঠখড় পোড়াতে হবে না।

২ হাজার রেলওয়ের গঠনমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রায় ২০০০ রেলওয়ের গঠনমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন/ উদ্বোধন/ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন, যার আনুমানিক খরচ প্রায় ৪১০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব রেলের চারটি ডিভিশনের মোট ২৮ টি স্টেশনের পুনর্বিকাশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার আওতায়। এই উপলক্ষে ব্যান্ডেল স্টেশনেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাজ্যের রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস, পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক শ্রী মিলিন্দ কে. দেওস্কর উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রেলের তরফে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমস্ত বিজয়ী প্রতিযোগীদের তিনি ৫০০০ টাকা করে পুরস্কার দেবেন। এছাড়াও তিনি রেল কর্মচারীদের কাজে খুশি হয়ে ৫ জন রেল কর্মচারীকে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানান। পাশাপাশি তিনি রেল সুরক্ষা বাহিনীর ব্যান্ডবাদকদের উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেন।

কলকাতা আলমবাজার মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীঠাকর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের ১৩৩ আর্বিভাব উৎস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার উত্তরে মহামিলন মঠে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ জুন এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত নবনগর ওঙ্কারনাথ মিলন মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেরে ১৩৩ আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসবে আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে গুরু পূজা, গুরুগীতা পাঠ, প্রার্থনা, নগর সংকীর্তন, ষোলো প্রহরব্যাপী তারকব্রহ্ম নাম, বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ কর্তৃক দীক্ষাদান, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ,বিকেলে ধর্মসভা, সন্ধ্যায় কীর্তন, বিশেষ আলোচনা সভায় কিঙ্কর প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি- ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, শ্যামল কুমার গুপ্ত, উত্তম দে প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

বেসরকারি হাসপাতালের নামে রিসার্চ থাকলে প্রমাণ দেখাতে হবে গবেষণার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে বেসরকারি হাসপাতালে নামের সঙ্গে রিসার্চ শব্দটি রাখলে গবেষণার প্রমাণ দেখাতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। একাংশের বেসরকারি হাসপাতালের গবেষণার নামে অনুদানের টাকা নয়ছয় রুখতে এই পদক্ষেপ বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি দপ্তরের তরফে এই মর্মে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠান সক্রিয় গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কি না, হাসপাতালে গবেষণার জন্য যোগ্য লোক কি না, তার বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করতে হবে। অন্যথায় তাদের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করা হবে না।

ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট বিধির নির্দিষ্ট ধারাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, লাইসেন্সিং অথরিটির অনুমতি ছাড়া কোনও বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তাদের নামে রিসার্চ শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। রিসার্চ শব্দটি ব্যবহার করতে হলে চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত বিস্তারিত নথি জমা দিতে হবে লাইসেন্সিং অথরিটিকে।

পাশাপাশি, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গবেষণার জন্য আইসিএমআর বা কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনুদান মিলেছে কিনা, মিললে গবেষণা শেষের পর অনুদান ব্যবহারের শংসাপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কিনা, সেই সংক্রান্ত নথিও পেশ করতে হবে। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় কুড়িটিরও বেশি এইরকম বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের নামের সঙ্গে রিসার্চ শব্দটি যুক্ত আছে বলে জানা গিয়েছে।

স্বাস্থ্য ভবনের সার্কুলারে বলা হয়েছে, কোনও বেসরকারি চিকিৎসা সংস্থাকে রিসার্চ ইন্সটিটিউট তকমা পেতে এবং সেই তকমা ধরে রাখতে হলে -

১) প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

২) হাসপাতালের নিজস্ব বৈধ এথিক্স কমিটি থাকতে হবে।

৩) হাসপাতালে যোগ্য লোক থাকতে হবে গবেষণার জন্য।

৪) থাকতে হবে হাসপাতালের আলাদা গবেষণা বিভাগ।

৫) গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য কোন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, জমা দিতে হবে তার নথি।

৬) গবেষণার বিষয়ের ওপর intellectual property right চেয়ে হাসপাতাল যে আবেদন করেছে তার নথি লাগবে।

৭) গবেষণার বিষয়বস্তুর ওপরে পেটেন্ট পাওয়া গিয়েছে কিনা, বা পেটেন্টের জন্য আবেদন করা হয়েছে কিনা- লাগবে সেই নথিও।

৮) লাগবে, প্রতিষ্ঠানে পিএইচডি, এমফিল পড়ানো হয় কিনা সেই সংক্রান্ত অনুমোদনের নথি।

৯) প্রতিষ্ঠান কোনও গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কিনা তাও জানাতে হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার

শুরুর ২ ঘণ্টা আগে খবর, বাতিল আইএসসি-র কেমিস্ট্রির পরীক্ষা

২১ মার্চ হবে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আচমকা স্থগিত হয়ে গেল আইএসসি-র কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। শুরুর মাত্র ২ ঘণ্টা আগে এমন খ বরে শোরগোল ছড়ায়। ধন্দে পড়ে যান পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সোমবার অনিবার্য কারণ দেখিয়ে কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পেপারের পরীক্ষা স্থগিত করা হয় । পরীক্ষাটি হবে ২১ মার্চ, বৃহস্পতিবার, বিজ্ঞপ্তি বোর্ডের।

দ্য কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস তরফে ডেপুটি সেক্রেটারিসঙ্গীতা ভাটিয়া পরীক্ষার কোঅর্ডিনেটরদের একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠান। পরীক্ষা শুরুর মাত্র দুই ঘণ্টা আগে পরীক্ষা বাতিলের কথা বলা হলেও বোর্ডের তরফে কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি । কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, পেপার ফাঁস হয়ে থাকতে পারে। একাধিক পরীক্ষার্থীর তরফে

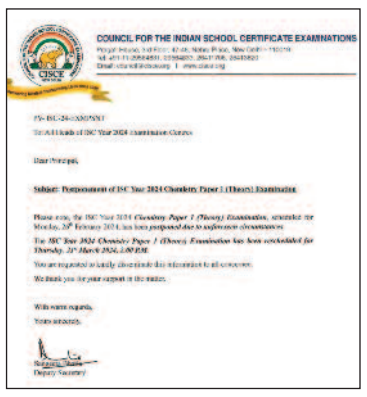

COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS

Subject: Postponement of ISC Year 2024 Chemistry Paper 1 (Theory) Examination

Please note, the ISC Year 2024 Chemistry Paper 1 (Theory) Examination, scheduled for Monday, 26th February 2024, has been postponed due to unforeseen circumstances.

The ISC Year 2024 Chemistry Paper 1 (Theory) Examination has been rescheduled for Thursday, 21st March 2024, 2.00 P.M.

You are requested to kindly disseminate this information to all concerned.

We thank you for your support in this matter.

With warm regards,

Yours sincerely,

Deputy Secretary

জানানো হয়, এদিন মোবাইল ফোনে তাঁদের কাছে স্কুলের তরফে বার্তা আসে। জানানো হয় এদিনের পরীক্ষা বাতিল। পরীক্ষার্থীরা যেন বাড়ি ফিরে যায়। বাকি পরীক্ষা নির্ঘণ্ট মেনেই হবে। অভিভাবকদের বক্তব্য, বোর্ডের পরীক্ষা। প্রস্তুতি নিয়ে এসে এভাবে ফেরাটা সমস্যার।

আইএসসির পরীক্ষা শুরু হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। শেষ হওয়ার কথা ৩ এপ্রিল, বুধবার। ফল ঘোষণা করা হবে মে মাসে। ফল বেরনোর চার দিনের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা রিভিউ বা স্ক্রুটিনির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

নাম না করে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য। 'খালিস্তানি' মন্তব্য করার জন্য নাম না করে বিরোধী দলনেতার নামে এফআইআর দায়ের করার আর্জি জানানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে অনুমতি ছাড়া এফআইআর দায়ের করা যাবে না, এমন নির্দেশ রয়েছে আদালতের। সেই মর্মেই মামলা দায়ের করার আবেদন রাজ্যের।

এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রাজ্যের আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার রয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের। তবে উনি এখন না থাকায়, এই মামলা শোনার জন্য বেঞ্চ ঠিক করে দিক আদালত। এই আর্জি জানিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী। এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মামলা বিচারপতি জয় সেনগুপ্তই শুনবেন বলে জানানো হয়েছে। তবে তিনি এখন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সার্কিট বেঞ্চে রয়েছেন। তাই প্রয়োজনে অনলাইনে হবে মামলার শুনানি। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গত, সোমবার এক 'অনামী' ব্যক্তির

বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের আইনজীবী। কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং কোন মামলায় রাজ্য অভিযোগ দায়ের করতে চায়, তার কোনও উল্লেখ করেননি ওই আইনজীবী। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েই রাজ্য হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, রাজ্যের আইনজীবী তাঁর আবেদনে জানিয়েছেন, আদালত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি দিক। হাই কোর্টের নির্দেশ রয়েছে, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে হলে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। তাই শুভেন্দুর বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করতে চায় রাজ্য, এমন জল্পনা জোরদার হয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারী আদালতের অনুমতি নিয়ে সন্দেশখালি যাওয়ার পরই রাজ্য বিচারপতি কৌশিক চন্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তখনই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর আবেদন করা হয়। কিন্তু বিচারপতি জানান, প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসেই শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ সহ একাধিক মামলার শুনানি চলছে। তাই তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে। এরপরই রাজ্য প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়ে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করতে হলে আদালতের অনুমতি নিতে হবে, প্রথমে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। শীর্ষ আদালত সেই নির্দেশ খারিজ করে পুনরায় তা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয়। পরে আদালত জানায়, এরপর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য আদালতের অনুমতি নিয়ে হবে।

আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা এগিয়ে এল, বিস্তারিত সূচি ফলপ্রকাশের দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার দু'দিন এগিয়ে এল পরীক্ষা। রবিবার বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এ বছর মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিন ২০২৫-এর বিস্তারিত পরীক্ষাসূচি প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। চলবে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষের দিনই আগামী বছরের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি জানিয়েছিলেন, ১৪ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরে জানা যায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি পড়তে পারে। সে কারণে আগামী

বছরের মাধ্যমিকের সূচি বদলানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। রবিবার পর্ষদের তরফে পরিবর্তিত দিনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বলা হয়, এ বছর মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিন ২০২৫-এর বিস্তারিত পরীক্ষাসূচি প্রকাশ করা হবে।উল্লেখ্য, কিউআর কোডের ফাঁদ ও অসাধু উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স নীতি'-এই দুইয়ের বলেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল রোখ ার ক্ষেত্রে এসেছে সাফল্য।

'মাধ্যমিকের প্রশ্নফাঁসে'র নেপথ্যে থাকা গ্যাংকে রোখা গিয়েছে বলেই জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি জানান, চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩৬ জনের পরীক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে বিকাশ ভবনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে তিনি মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে 'কিউআর কোড' ব্যবহারে সাফল্য তুলে ধরেন। আগামী বছর তথা ২০২৫ সালের মাধ্যমিকের সূচিও ঘোষণা করেন। সেই সূচিতেই পরিবর্তন।

কলকাতায় করোনায় মৃত্যু এক যুবকের, দেহ দাহের জন্য নিয়ে যাওয়া হল ধাপায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একসময়ে অতিমারী হয়ে ওঠা করোনার কথা কার্যত সকলে ভুলতেই বসেছেন। জনজীবন একেবারে স্বাভাবিক। এমন সময়েই খাস কলকাতায় করোনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। রবিবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। এই মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে,খাস কলকাতার বাসিন্দা ওই যুবকের বয়স ২৪ বছর। বিগত কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। পরবর্তীতে দেখা দেয় শ্বাসকষ্টের সমস্যা। অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার তাঁকে ভর্তি করা হয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে। এর পর করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট আসে পজিটিভ। পরবর্তীতে ওই যুবককে স্থানান্তরিত করা হয় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। রবিবার রাত ১০ টা বেজে ২০ মিনিটে মৃত্যু হয় যুবকের। পরিবার সূত্রে খবর, যুবকের দেহ নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়। পরিবার দেহ চাইলে হাসপাতাল দেওয়া যাবে না বলে জানায়। তা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলে। শেষমেশ ১৬ ঘণ্টা পর সোমবার দুপুরে কলকাতা পুরসভার গাড়িতে দেহ পাঠানো হয় ধাপায়। করোনায় মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। আমজনতাকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছি হিন্দি অ্যাকশন ছবি 'ক্রাক: জিতেগা তো জিয়েগা'। ছবির প্রচারে কলকাতা ঘুরে গেলেন সিনেমার হিরো বিদ্যুৎ জামওয়াল। কলকাতার স্ট্রিট ফুড থেকে মিষ্টি চেখে দেখলেন তিনি। ভক্তদের পেয়ে আপ্লুত অভিনেতা।

২৮ শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চৈতন্য মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে অন্যান্য বারের মতো এবারও চৈতন্য মহোৎসব ও মেলা আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে চৈতন্য মহোৎসব ও মেলার আয়োজন করেছে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন। উত্তর কলকাতার বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব মাঠে আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ, পাঁচ দিন মেলা চলবে। সেই সঙ্গে গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এর ১৫০ তম জন্মতিথি উপলক্ষে চৈতন্য মহোৎসব মেলায় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শ শীর্ষক আলোচনা সভা সহ সারস্বত আলোচনা সভায় বিশিষ্ট জনেরা অংশ নেবেন মেলায়। ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের অধ্যক্ষ তথা সভাপতি শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ এ কথা জানিয়েছেন। পাঁচ দিন ব্যাপী চৈতন্য মহোৎসব ও মেলায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অংশ নেবেন বলে তিনি জানান। শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, 'চৈতন্যদেবের প্রেম ভালবাসা ও বিশ্বাসকে সামনে রেখে গৌড়ীয় মিশন মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছে।'

উল্টোডাঙা উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ল গাড়ি, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গভীররাতে দুর্ঘটনা। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ উল্টোডাঙা উড়ালপুল থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎ নীচে পড়ে যায় একটি গাড়ি। ঘটনায় আহত হন গাড়ির চালক-সহ আরও দু'জন। চালকের নাম মহম্মদ শোয়েব। আহত অবস্থায় শোয়েবকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর,লেকটাউন থেকে উল্টোডাঙার পুরনো উড়ালপুলের উপর দিয়ে বাইপাসের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন শোয়েব। যাওয়ার সময় উল্টোডাঙা পুরোনো উড়ালপুলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে গাড়িটি।স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়ির চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন। পুলিশ জানায়, ধাক্কা লাগার পর উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনার ফলে উড়ালপুলের নীচে থাকা দু'টি ঝুপড়ি ঘর চাপা পড়ে যায়। সেই সময় ঘরের ভিতর দু'জন ছিলেন। দুর্ঘটনার ফলে পায়ে চোট পেয়েছেন তাঁরা। তবে চোট গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খ বর গাড়িতে সেই সময় চালক ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। আহত অবস্থায় চালক শোয়েবকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এন্টালির বাসিন্দা তিনি। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় তাঁর। পরে তাঁকে অন্য বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার ফলে মাথায় চোট পেয়েছেন শোয়েব। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে মানিকতলা থানার পুলিশ।

সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে মেয়ো রোডে বিজেপির ধরনাতে অনুমতি দেয়নি পুলিশ

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদের ধরনায় বসতে চায় বঙ্গ বিজেপি। ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনার পরিকল্পনা রয়েছে। ধরনা কর্মসূচিতে আপত্তি জানায় পুলিশ। এবার ধরনায় বসার অনুমতি চেয়ে এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মামলাকারীর আইনজীবী প্রশ্ন, একই জায়গায় ১২ দিন ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের কেন আটকানো হচ্ছে? মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় রাজ্য বিজেপি। পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধরনা কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, গান্ধীমূর্তির নীচে চাকরিপ্রার্থীরা ধরনা দিচ্ছেন। পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষা চলছে। তাই মাইক বাজানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সন্দেশখালি ইস্যুতে এই ধরনা কর্মসূচির কথা কয়েকদিন আগেই জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির দাবি,

সেনাবাহিনীর অনুমতি মিলেছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণ দেখিয়ে ধর্নার অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। বিজেপির যুক্তি, যেখানে ধর্না কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেখানে কাছাকাছি কোনও স্কুল নেই। ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে স্কুল আছে কিন্তু সেটা সংরক্ষিত এলাকায়। ফলে কোনও ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবুও অনুমতি মিলছে না।

পাশাপাশি বিজেপি অনড় ধরনা কর্মসূচি করবেই। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ গেরুয়া শিবির। চলতি সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির পরিকল্পনা, প্রধানমন্ত্রী আসা পর্যন্ত সন্দেশখালি ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে হবে। তাই এবার কলকাতাতে এই ইস্যু নিয়ে উত্তেজনা ছড়াতে চায় তারা। ফলে পুলিশ বিজেপির এই কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ায় সরগরম হতে পারে কলকাতা।

মহিলাকে সুস্থ করে বাড়িতে পৌঁছে দিল নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মানবিক পুলিশ। মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে উদ্ধার করে তাঁর নিজের বাড়িতে পৌঁছে দিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ২২ ডিসেম্বর রাতে নিউ বারাকপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আগাপুর মেঘদূত সংঘের কাছ থেকে পুলিশ অচৈতন্য অবস্থায় বিবাহিত মহিলাকে উদ্ধার করে। পরদিন তাঁকে কলকাতা পাভলভ হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন মহিলা নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতে সক্ষম হন। এরপর নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে জানতে

পারেন মহিলা বিবাহিত। স্বামী সঞ্জিত মালো ওই মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তাঁর দুটি ছোট্ট সন্তানও রয়েছে। সোমবার সুস্মিতা মালো (২৮) নামে ওই মহিলাকে কলকাতা পাভলভ হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে নিউ ব্যারাকপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য এবং পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা ওই মহিলাকে পোশাক উপহার দেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা এবং মাথায় ধান-দুর্বা দিয়ে তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। তারপর সন্ধ্যায় নদীয়ার হরিনঘাটা থানার নগরউখড়া ফাঁড়ির কাষ্টডাঙা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমতলা বাজার উত্তর ব্রহ্মপুরে তাঁর বাড়িতে পুলিশ পৌঁছে দেয়। দীর্ঘ পাঁচ মাস বাদে মহিলা তাঁর এক চিলতে ঘরে দুই ছোট্ট সন্তানদের পেয়ে বেজায় খুশি।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে সেজে উঠবে নৈহাটি স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে অত্যাধুনিক হতে চলেছে নৈহাটি রেল স্টেশন। সেখানে থাকবে আধুনিক সমস্ত পরিষেবা।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে রেলমন্ত্রক দেশে ১২৭৫ টি স্টেশন আধুনিকীকরনের পরিকল্পনা নিয়েছে । সোমবার ৫৫৪ টি অমৃত ভারত স্টেশন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে বাংলার ৪৫ টি রেলওয়ে স্টেশন। এদিন নৈহাটির স্টেশন সংলগ্ন চিলড্রেন পার্কে রেলের তরফে প্রধামন্ত্রীর অমৃত ভারত স্টেশনগুলোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন ডিজিটাল মাধ্যমে

দেখানো হয়। এদিন নৈহাটি স্টেশন পুনঃবিকাশের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্রপাল। এদিন হাজির ছিলেন পূর্ব রেলের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার সৌমিত্র মোহন মজুমদার, পূর্ব রেলের জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য রূপক মিত্র-সহ রেলের অধিকারিকগণ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পূর্ব রেলের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার সৌমিত্র মোহন মজুমদার জানান, পূর্ব রেলের অধীনে থাকা ২৮ টি স্টেশনের সার্বিক উন্নয়ন হবে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে। তার মধ্যে শিয়ালদহ মেন শাখার নৈহাটি-সহ আটটি স্টেশন এই প্রকল্পের আওতায়। তিনি জানান, পূর্ব রেলের ২৮ টি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্প উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০৪ কোটি টাকা। তার মধ্যে নৈহাটি স্টেশনের সার্বিক উন্নয়নে ব্যয় করা হবে ৭.৮৫ কোটি টাকা। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এই প্রকল্পে স্টেশনে প্রবেশের রাস্তা-সহ ওয়েটিং রুম, বিশ্রামাগার, শৌচালয়-সহ নানান আধুনিক ব্যবস্থা থাকছে।

আগুনের গ্রাসে গিয়েছে আনন্দপুর ঝুপড়ির একাধিক ঘরবাড়ি। সোমবার সকালে কীভাবে আগুন লেগেছিল, ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

বিয়ে করছেন অনুপম, পাত্রীও গায়িকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'তুমি অন্য কারও সঙ্গে বেঁধো ঘর।'

প্রাক্তন স্ত্রী আগেই অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ঘরনী হয়েছেন। এবার নতুন গাঁটছড়া বাঁধছেন সঙ্গীত শিল্পী অনুপম রায়ও। পাত্রী টলিপাড়ার গায়িকা প্রস্মিতা পাল। খুব বড়সড় আয়োজনে আপত্তি গায়কের। ২ মার্চ পরিবার ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের উপস্থিতিতেই রেজিস্ট্রি করেই বিয়ে করবেন অনুপম।

প্রস্মিতা ও অনুপম একসঙ্গে 'হাইওয়ে' ছবিতে 'তোমায় নিয়ে গল্প

হোক' গানটি গেয়েছিলেন। এ ছাড়াও প্রস্মিতার গাওয়া 'সাজনা' কিংবা 'হতে পারে না' গানগুলি বেশ জনপ্রিয়। ২০১৫ সালে পিয়া চক্রবর্তী সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অনুপমের।কলেজে পড়ার সময় অনুপমের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল পিয়ার। প্রায় ছয় বছরের দাম্পত্য জীবনের পর বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন তাঁরা। অনুপমের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় ২০২১ সালে। তার বছর দুয়েকের মাথায় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে করেন পিয়া। এ বার নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন অনুপম। প্রাক্তনের বিয়ের কথা শুনে পিয়া বলছেন, বিয়ের কথা আগেই শুনেছেন। প্রস্মিতাও তাঁর পরিচিত। দু'জনের জন্যেই শুভ কামনা জানিয়েয়েছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

ভোট বড় বালাই, তাই কি শুধুই সন্দেশখালি আর ...

মার্চে ভোট প্রচারে এসে সন্দেশখালির ঘটনাকেই তুরুপের তাস করবেন মোদি। আর তাই প্রস্তাবিত মোদির সফর পর্যন্ত সন্দেশখালি 'জিইয়ে রাখতে' মরিয়া বঙ্গ বিজেপি। বিজেপি ভালো করেই জানে, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের হাত ধরে রাজ্যের জনমানসে মমতার যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, তাকে অস্বীকার করা যাবে না। অতএব সন্দেশখালিই অগতির গতি। মমতার বিরুদ্ধে অন্য সেরকম ইস্যু না পেয়ে সন্দেশখালির ঘটনায় রীতিমতো সাম্প্রদায়িক রং লাগানোর চেষ্টাও শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গ সফর পর্যন্ত তাওয়া গরম রাখতে হবে বঙ্গ বিজেপিকে। একথা ঠিক, সন্দেশখালির ঘটনা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সন্দেশখালি কাণ্ডে অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী কী করে বছরের পর বছর নানা কিসিমের বেআইনি অপকাণ্ড চালিয়ে গেল তা নিয়ে সঙ্গত প্রশ্ন আছে। পাশাপাশি মহিলা নির্যাতন ও পুলিসের ভূমিকাও তদন্তসাপেক্ষ বিষয়। এসবের নিট ফল হল, সন্দেশখালির একাংশ জুড়ে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়া। এই ক্ষোভকেই দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা রাজনৈতিক দলগুলির চেনা খেলা। ভোটের বাজারে সেই খেলার সূত্র মেনেই সন্দেশখালির মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি, সিপিএম সহ বিরোধীরা। মমতা সরকারের বিরুদ্ধে বলার মতো হাতে তেমন 'অস্ত্র' নেই বলে সন্দেশখালির ঘটনাকে জাতীয় ইস্যু করে ফেলতে চাইছে পদ্মশিবির। শুধু দল নয়, কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকেও মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন মোদি-শাহরা। আর এর সঙ্গেই যোগ হয়েছে বিভাজনের সেই চেনা ছক। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের অন্য বিরোধী দলগুলি সন্দেশখালি কাণ্ডে কোনও সাম্প্রদায়িক রং লাগায়নি। ব্যতিক্রম বিজেপি। আসলে সন্দেশখালিতে 'হিন্দু জনজাতি'র উপর 'নির্যাতনে'র ইস্যু তুলে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দিয়ে ভোটে ফায়দা তুলতে চাইছে গেরুয়াবাহিনী। কিন্তু যে কথা বিজেপি সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে তা হল, অত্যাচারের অভিযোগে ইতিমধ্যে যারা ধৃত, তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। আসলে দুষ্কৃতীর কোনও আলাদা ধর্ম হয় না। বিজেপি তা বুঝেও ভোট রাজনীতির স্বার্থে বিভাজনের তাস খেলতে শুরু করেছে। মহিলা নির্যাতনের ঘটনা দেশের যে প্রান্তেই ঘটুক না কেন তা নিন্দনীয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রায়শই নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে ভালো ভালো অনেক কথাই বলেন। তাঁর সরকার মহিলাদের জন্য অনেক কিছু করেছে এ দাবি করতেও ভোলেন না। শোনা যাচ্ছে, বারাসতে মহিলাদের নিয়ে একটি পদযাত্রাও মোদি করতে পারেন। বঙ্গ বিজেপির তরফে এও বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালির কোনও 'নির্যাতিতা'র সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সেই ব্যবস্থাও করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, 'নির্যাতিতা'র কি রকমভেদ হয়? বিজেপির পোস্টারবয় যোগীরাজ্যে যখন উন্নাও, হাতরাসের মতো হাড়হিম করা ঘটনা ঘটেছে তখন কি প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছিলেন? অথবা বিজেপি শাসিত মণিপুরে যখন হাজারও চোখের সামনে কোনও মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানো হল তখন শুধুমাত্র ঘটনার নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব সেরেছেন! প্রধানমন্ত্রী কি সেখানে গিয়ে 'নির্যাতিতার' সঙ্গে কথা বলে তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন? যে গুজরাতের তিনি ভূমিপুত্র সেখানে বিলকিস বানোর উপর নৃশংস ঘটনার প্রেক্ষিতে ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? একবারও কি তাঁর মুখটা মোদিজির মনে পড়েনি?

আনন্দকথা

চতুর্থ পবিচ্ছেদ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

মাস্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তোমার কিবাবাহ হয়েছে?
মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ।
শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া) — ওরে রামলাল' ! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বি এস ইয়েদুরিয়াপ্পা

১৯৪৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বি এস ইয়েদুরিয়াপ্পার জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্দেশক প্রকাশ ঝার জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় সন্দীপ সিংয়ের জন্মদিন।*

ইতিহাসের স্মৃতিমাখা
কলকাতা জিপিও-র ২৫০ বছর

অশোক সেনগুপ্ত

বিবাদি বাগের এই বাড়িকে সবাই চেনে। কিন্তু ইতিহাস অজানা অনেকেরই। ইদানীং চিঠি-চাপাটির দিন নেই। এখন এই বাড়ির ব্যস্ততা অনেক কমে গিয়েছে। তবুও এর গুরুত্ব অপরিসীম। আশপাশে অন্য বাড়ি বা সামনে বাধা এসে যাওয়ায় কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)-এর সৌন্দর্য খানিকটা হলেও কমেছে। তবে তা এই প্রাসাদোপম বাড়ির কাছে তুচ্ছ। কারণ আজও বিবাদি বাগ চত্বরে এমন দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের উদাহরণ আর একটাও নেই। এখানেই নাকি এক সময়ে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম, সিরাজদৌল্লার আক্রমণে যা ধ্বংস হয়ে যায়।

জিপিও-র আজন্মের কথা জানানোর আগে আমাদের চারপাশের ডাক ব্যবস্থার জন্মকাহিনীর ওপর একটু আলোকপাত করা যাক। বিতস্তা ঘোষাল জানিয়েছেন, 'ডাক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বহু প্রাচীন। অথর্ব বেদে এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য, লোকগাথা, ছড়া, কবিতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিকালে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আপনজনের কাছে খবর প্রেরণের জন্য দূত এবং কবুতর বা পায়রা ব্যবহার করা হত। প্রেয়সীর কাছে বার্তা পাঠাতে মৌসুমি মেঘ এবং বাতাসকেও দূত হিসেবে ব্যবহার করার কল্পচিত্র এঁকেছেন প্রখ্যাত কবি কালিদাস এবং ধোয়ী তাঁদের গ্রন্থ 'মেঘদূত' ও 'পবন দূত'-এ। পুরাণেও নল দময়ন্তীর কাহিনিতে হাঁস, রামায়ণে হনুমান,আনার-কলিতে হরিণ প্রভৃতি প্রাণি ও পাখিকে দূত হিসেবে ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লা পরাজিত হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে শাসন চলে যায়। নিজেদের স্বার্থে ১৭৬৬ সালে রবার্ট ক্লাইভ ডাকব্যবস্থা সংস্কার করেন। কলকাতায় একজন পোস্টমাস্টার নিয়োগ করা হয়। কলকাতার সঙ্গে পাঁচটি ডাক যোগাযোগ কেন্দ্রের সংযোগস্থাপন করা হয়। তবে প্রধান সংযোগ ছিল ঢাকা ও পটনার সঙ্গে। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো ক্লাইভ ডাক।'

ভারত সরকারের কনসাল্টিং আর্কিটেক্ট (১৮৬৩-১৮৬৮) ওয়াল্টার বি গ্রেনভিল বহু যত্নে কলকাতার অন্যতম এই ল্যান্ডমার্কটির নকশা তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভিক্টোরিয়ান আর্কিটেক্ট

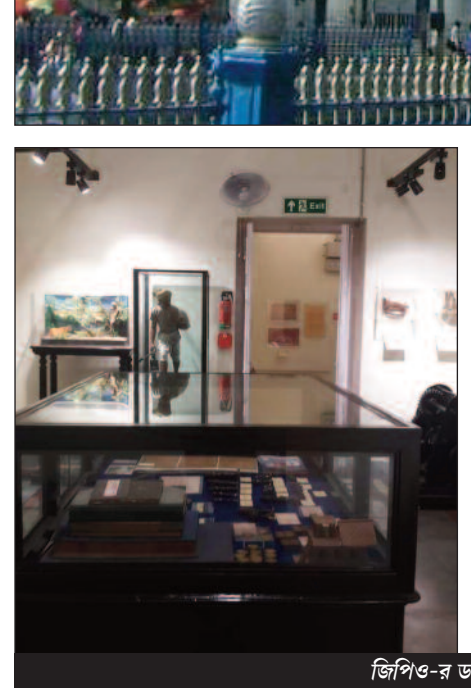

জিপিও-র ডাক জাদুঘর দেখছেন ৎকালীন ডাককর্ত্রী অরুন্ধতী ঘোষ।

জিপিও-র ডাক জাদুঘর।

গ্রেনভিল ভারতীয় জাদুঘর, হাইকোর্ট ও বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ির নকশাও বানান। ১৮৬৪ সালে শুরু হয়ে জিপিও-এর নির্মান কাজ শেষ হয় ১৮৬৮ সালের ২ অক্টোবর। সলতে পাকানোর কাজটা অবশ্য শুরু হয়েছিল আরও আগে। ১৭৭৪এর ৩১ মার্চ বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিষ্ঠা করেন জিপিও। মিস্টার রেডফার্ন হয়েছিলেন প্রথম পোস্ট মাস্টার কলকাতা জি পি ও-র।

সেই বছরটাকে ধরেই শুরু হয়েছে কলকাতা জিপিও-র ২৫০ বর্ষপূর্তি স্মরণ। ২০২৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি এই উপলক্ষে একটি বিশেষ লোগো-র উন্মোচন হবে ডাক বিভাগের যোগাযোগ ভবনে।

১৮৬৮ পর্যন্ত একাধিক জায়গায় হয় কলকাতা জিপিও-র ঠিকানা বদল। প্রাক্তন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল গৌতম ভট্টাচার্যএই প্রতিবেদককে জানান, 'রবার্ট ক্লাইভের আমলে জি.পি.ও.র ঠিকানা ছিল আজ যেখানে রাজভবন সেখানে, গভর্নমেন্ট হাউস। কিন্তু স্থানাভাবে পরবর্তীতে অফিসটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আজকের চার্চ লেন ও হেস্টিংস স্ট্রীটের (কিরণ শঙ্কর রায় রোডে) সংযোগস্থলে। কিন্তু রাস্তা বড়ো করার জন্য জমি দরকার হওয়ায় আবার জি.পি.ও.র স্থানান্তরন হয় চৌরঙ্গীতে। সেখানেই শেষ নয়। এরপরেও সদর স্ট্রীট, মেট্রোপলিটান বিল্ডিং ও ব্যাঙ্কসাল স্ট্রীট হয়ে অফিসটি নিজের আস্তানা খুঁজে পায় আজকের জায়গায় ১৮৬৮তে।'

জিপিও-র নতুন ভবন নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল ম্যাকিনটোশ বার্ন লিমিটেড। খরচ হয়েছিল আনুমানিক সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা। বাড়িটির একতলার আয়তন ৪৯,৪৭১ বর্গ ফুট এবং দোতলাটি ২৯,৭১৩ বর্গ ফুট জুড়ে রয়েছে। আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া একে হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করে। গম্বুজের ঠিক নিচে বসে গুনে দেখলাম সেটি আটটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। আটকোনা। তারও ওপর বৃত্তাকার গম্বুজে ১৬টি জানালা, ১টি বড় ঘড়ি। বাইরের সেই বিখ্যাত ঘড়িটি তো আছেই! ডাকঘরের মনোরম স্থাপত্যশৈলী এটিকে কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থানের মর্যাদা দিয়েছে। এখানে একটি ডাক সংগ্রহশালা, ডাকটিকিট সংগ্রহের লাইব্রেরি ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অবলম্বনে নির্মিত একটি 'রানার' আছে।

শুধু বিবাদি বাগ কেন, অপার্থিব উজ্জ্বলতায় গোটা মহানগরীর বুকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে এই বাড়িটি। কৌশিক রায় লিখেছেন, 'কলকাতার অন্যতম সুন্দর এই দ্বিতল বাড়িটিকে সাদা পরি বলে মনে হত। উল্টোদিক থেকে দেখলে মনে হত সেই রূপসি সাদা পরী যেন লালদিঘির ঘাটে জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। পেছনে উঁকি দিত জাহাজের মাস্তুল। কারণ হুগলি নদী তখন বাড়িটির খুব কাছেই, একেবারে স্ট্র্যান্ড রোডের ওপরে। গভীর রাতের ঝিমুনি যখন সামনের নেতাজি সুভাষ রোডে এলিয়ে বসে, তখন তার চেহারা একেবারেই বদলে যায়। তখন এই ঐতিহাসিক বাড়ি যেন কথকতা করে নিজেই নিজের গল্প বলতে থাকে। সে গল্পে থাকে গাঢ় নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা কত লোকের বার্তা, কত প্রিয়ার কথা, কত বাবা-মায়ের অশ্রুসিক্ত আকুতি, কত বিষয়!'

বিতস্তা ঘোষাল জানিয়েছেন, 'বাড়িটি দোতলা। থামে করিন্থিয়ান নকশা। মাথায় বিশাল গম্বুজ। দক্ষিণদিক অর্ধচন্দ্রকার। ভেতরে পাক খাওয়া সিঁড়ি। প্রথম পোস্টমাস্টার ছিলেন মিস্টার রেডফার্ন। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের কাছে কোথাও ছিল সেই ডাকঘর। পরে তা উঠে আসে চার্চ লেন ও হেস্টিংস স্ট্রিটের মাঝামাঝি। এই সময় পালকিতে ডাকের পুঁটুলি বহন করা হত। এ ব্যবস্থা বর্ষাকাল বাদে অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চারমাস বাদে সারা বছর চালু থাকত।

মাথায় বিশাল গম্বুজ। দক্ষিণ দিক অর্ধচন্দ্রকার। ভেতরে পাক খাওয়া সিঁড়ি। শোনা যায় লর্ড ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলার কাছে পরাজিত হয়ে এর গায়ে লিখে দিয়েছিলেন পুরনো কেল্লার সীমানা। ভিতরে যে সংগ্রহশালাটি আছে সেটি সত্যিই দ্রষ্টব্য। এক নজরে ধরা পরে ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস। ডাকটিকিট সংগ্রহের লাইব্রেরি ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অবলম্বনে তৈরি একটি 'রানার' ভাস্কর্য আছে।'

জিপিও-র ভিতরে যে সংগ্রহশালাটি আছে সেটি সত্যিই দ্রষ্টব্য। এক নজরে ধরা পরে ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস। পরতে পরতে অজানা তথ্য। ভারতীয় ডাক বিভাগের কর্মী ছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। বিজ্ঞানী সিভি রমন ডাক ও তার বিভাগের কলকাতা অফিসে এসে যোগ দেন ১৯১১ সালে। এ সব তথ্যের পাশাপাশি রয়েছে সেই মহামূল্য স্বাক্ষর; ডান দিকে সামান্য হেলিয়ে; শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরই একটি সেভিংস বই সংরক্ষিত আছে কাচের দেরাজে।

সদ্য শেষ হয়েছে সিপাহি বিদ্রোহ। শোভাবাজারের বাবু নবকৃষ্ণ দেব ঘটা করে দুর্গাপুজো করবেন মনস্থ করলেন। দুর্গার নতুন সাজ গড়তে রুপোর তবক এল জার্মানি থেকে। এ দেশে তা পৌঁছল ডাকযোগে। নতুন এই সাজ লোকমুখে হয়ে গেল 'ডাকের সাজ'। সে যুগে পালকি বহন এবং বিশ্রামের জন্য তৈরি ডাকবাংলো নিয়ন্ত্রণ করত ডাক বিভাগ।

তখন সাগরপারের ডাক নিয়ে হুগলির তীরে নোঙর ফেলত জাহাজ। এ শহরে ছড়িয়ে থাকা ভিনদেশি মানুষের কাছে ঘর থেকে বার্তা আসার সে খবর পৌঁছে দিতে নদীর তীরে পতাকা ওড়ানো হত, আর বেজে উঠত বিউগল। পতাকা উত্তোলনের সেই যন্ত্র ও বিউগল, দুই-ই রয়েছে সংগ্রহশালায়।

খুঁত-থাকা পয়সা বাতিল করার জন্য ১৯১২ সালে টাঁকশাল থেকে জিপিও-কে কয়েন কাটার যন্ত্র দেওয়া হয়। তা-ও রয়েছে স্মারক হিসাবে। রয়েছে রানারের ব্যবহৃত পোশাক, অস্ত্র, ঘণ্টা আর লণ্ঠন। পুরনো মানচিত্র, ডাক পরিষেবার ইতিহাস বহনের সাক্ষী ডাকবাক্স, সিল, স্ট্যাম্পের বিবর্তন সবই রয়েছে নাগালে।

এ দেশের মানুষের বড় ভরসা ডাক বিভাগ। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে বন্ধু ছিল তারাই। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এনামেলে ছাপানো বিজ্ঞাপন দেখা যেত ডাকঘরেও। যেমন, 'ম্যালেরিয়া কম্পজ্বর কিম্বা প্লীহাজ্বর প্রতিকারের জন্য কুইনাইন'। 'একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ ইহাই সেবন কর'। 'গভর্ণমেন্টের বিশুদ্ধ কুইনাইন এখানে পোষ্ট আফিস এবং রেল ষ্টেশনে পাওয়া যায়'। 'প্রত্যেক শিশিতে ২০টি বড়ী থাকে'। পাশাপাশি রয়েছে এ সবের পোস্টার।

ভিতরের দুটি ছোট ঘরে কাচের শো কেসে আছে সেকালের ডাকপিওনদের ব্যবহৃত হেলমেট, লণ্ঠন, নানা মাপের কুকড়ি-তরবারি, চামড়ার সুটকেস, পেল্লাই দাড়িপাল্লা-বাটখাড়া, টুপি, একগুচ্ছ প্রাচীন টেলিফোন সেট, রাবার স্ট্যাম্প, টেলিগ্রাফ, ঝড়ের সঙ্কেতের রিপোর্ট প্রভৃতির নমুনা। ১৯৭৯ সাল থেকে একই জায়গায় রয়েছে 'পোস্টাল মিউজিয়াম'। প্রতি কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকে সংগ্রহশালা। অনেক সংগ্রহশালার মত এখানেও কিন্তু ছবি তোলা নিষিদ্ধ।

২০২২এর ২৪ আগস্ট এক মজার কাণ্ড ঘটে কলকাতা জিপিওতে। হরেক জিনিসের মধ্যে নিরীহ চেহারার একটি পার্সেল থেকে অদ্ভুত গুঞ্জন শব্দ হতে থাকে। কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর যায় কর্তাদের কাছে। কেউ কেউ পার্সেলের ভিতরে একটি 'টিকিং বোমা' থাকার আশঙ্কায় পুলিশকে ফোন করে বসেন।

এলাকাটি ঘিরে ড়েলে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। লালবাজার থেকে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াডের গোয়েন্দারা ছুটে আসেন। বাক্সটি খুলতে এক ঘন্টার বেশি সময় নেন তাঁরা। ভিতরে পাওয়া যায় একটি ব্যাটারি চালিত তরল স্প্রেয়ার। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটি সক্রিয় হয়ে গেছে। পার্সেলটি এসেছিল কর্ণাটক থেকে। যাচ্ছিল শিলিগুড়িতে।

২০১৪-র শেষ থেকে ২০১৮ চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি, বেঙ্গল সার্কল) ছিলেন অরুন্ধতী ঘোষ। এর পর তিনি আরও পদোন্নতি পেয়ে দিল্লি চলে যান। স্মৃতিচারণে তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমরা শুনেছিলাম এখানে সিরাজদৌল্লার প্রাচীন দুর্গ ছিল। সে সবের অকাট্য প্রমাণ কতটা আছে, তা নিরে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু এখানে পাওয়া একটা ফলকের লেখায় ইঙ্গিত পেয়েছিলাম 'ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি'-র ঘটনাস্থল হিসাবে। এএসআইয়ের আধিকারিকরাও তা দেখতে এসেছিলেন। সেটিকে জিপিও-র সংগ্রহশালায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়। সিপিএমজি থাকাকালীন বসতাম যোগাযোগ ভবনে। নানা সময়ে জিপিও-র এই ভবনে এসেছি। এখানে এলেই মনে একটা অন্য ভাবনা নাড়া দিত। ইতিহাস-ঐতিহ্য যেন ঘিরে ধরত আমাকে। ভবনের অনুপম স্থাপত্যের আকর্ষণ তো আছেই। আমি সিপিএমজি থাকাকালীন এই ভবনের ১৫০ বছরের অনুষ্ঠান করেছিলাম। প্রকাশ হয়েছিল স্পেশাল কভার।'

দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। কলকাতা দেখেছে নানা পরিবর্তন। এই পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিলি হয়েছে হাজার হাজার চিঠি, পার্সেল, মানিঅর্ডার। জিপিও ঘিরে তাই কত ইতিহাস, কত হাসি-কান্নার চিত্রনাট্য। আজকের জিপিও রাজ্যের মুখ্য ডাকঘরের পাশাপাশি মহানগরের কেন্দ্রীয় পোস্ট অফিসও বটে। ভবনের বিশালাকৃতির বিগ বেন ঘড়িটি ঠিক সময়মতো এখনো ঢং ঢং করে বেজে চলে আপন গতিতে। সময় জানান দেয় পথ চলিত মানুষদের।

আগামী ১৪ মার্চ থেকে কলকাতা জিপিও-র ২৫০ বছর উপলক্ষে এক বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি হতে চলেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উদযাপন ১৯ শে মার্চ পর্যন্ত চলবে। বেশ কিছু গুনিজনের সমারোহ ঘটবে এই কলকাতা জি পি ও-তে। সমগ্ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করছেন বর্তমান চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল) নীরজ কুমার। রূপায়ণ পরিকল্পনার দায়িত্বে আছেন বর্তমান কলকাতা রিজিয়নের পি এম জি সঞ্জীব রঞ্জন। এছাড়া দুই পি এম জি শশী শালিনী কুজুর ও সুপ্রিয় ঘোষ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী কখনও পিকচার পোস্ট কার্ড বা স্পেশাল কভার উন্মোচনের মাধ্যমে দীর্ঘ কলকাতা জিপিও-র ২৫০ বছরের ইতিহাস আবার ভেসে উঠবে।

ঋণ:
১) 'সফর', আগস্ট ২০২২।
২) কৌশিক রায়, 'বাংলালাইভ.কম', বিতস্তা ঘোষাল।
১১ আগস্ট, ২০২২।
ছবি: লেখক

১৯১৬ সালে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর। পরের বছর, মানে '১৭-তে বিহারের চম্পারনে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন গান্ধী। এই দুই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে দুটি বিশেষ ফার্স্ট ডে কভার প্রকাশ করেছিল ডাক বিভাগ। ২০১৮-র ২ অক্টোবর, কলকাতা জিপিও-তে। ছবিতে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলি ও সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের উপপ্রধানকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে খুন, অভিযুক্ত স্থানীয় জমি মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা তথা গুমা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজন দাসকে (৪৯) ঘুমন্ত অবস্থায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন দুষ্কৃতীর। প্রাথমিক অনুমান এলাকায় জমি দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। খুনের অভিযোগ উঠেছে এলাকারই জমি মাফিয়া গৌতম দাসের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়েই রবিবার রাতেই হাসপাতালে আসেন বারাসাতের সাংসদ তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সোমবার সকালে গুমায় বিজন দাসের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলে, মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

রবিবার দলীয় কাজ সেরে গুমা স্টেশনে সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন পেশায় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক। সেখানে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এলাকায় একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলায় সবাই সেদিকেই ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগে রাত ১০টা নাগাদ গৌতম দাস ঘরে ঢুকে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায় উপপ্রধানকে লক্ষ্য করে। তার মাথায় ও শরীরে গুলি লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, গুলির শব্দের পর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন এলাকার একাধিক মানুষ। ঘটনার পরপরই অশোকনগর এবং হাবড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। গৌতম দাস ঘটনার পর থেকেই পলাতক তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, দলের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পুরনো কর্মী ছিলেন বিজন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে দলের কাজ করতেন, অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাকে যে ভাবে খুন করা হল তাতে দলের ক্ষতি হল। যে বা যারা এই কাজ করেছে তার কঠিন শাস্তি চাই। দল বিজনের পরিবারের সঙ্গে আছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, ঘটনা দেখে অনুমান করছি এটি একটি পরিকল্পিত খুন। ঘুমন্ত অবস্থায় বিজনকে খুন করা হয়েছে। আমাদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আগে প্রধান পরে উপপ্রধান হয়েছিলেন। বিজনের মৃত্যুতে লোকসভার আগে দলের ক্ষতি হল। স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, সোমবার সকালে আমি বিজনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দলের নির্দেশে আমাদের দলীয় কর্মীদের আইন হাতে নিতে বারণ করেছি। পুলিশকে অনুরোধ করেছি এই ঘটনার পেছনে যেই থাকুক না কেন কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে অপরাধীকে শনাক্ত করে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে।

আদিবাসী ছাত্রী খুন তদন্তে এল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তিনজনের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুরাতন মালদায় আদিবাসী নবম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রী নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় তদন্তে এল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তিন জনের প্রতিনিধি দল। সোমবার দুপুরে ওই প্রতিনিধি দলের তিন মহিলা সদস্য পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষণপুর গ্রামে মৃত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ওই দলে ছিলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য সুদেষ্ণা রায় ও লিগাল অফিসার সিদ্ধিকা পারভিন। এদিন তাঁরা নিহত নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এদিন তাঁরা পরিতোষ ইটভাটায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনেও যান। পরে ইংরেজবাজারের সার্কিট হাউসে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, এখনও পর্যন্ত নাবালিকার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ফলে খুন করার আগে তার সঙ্গে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ গোটা ঘটনা নিয়ে জোরদার তদন্ত করছে। পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে। অপরাধীদের গ্রেপ্তারির বিষয়ে পুলিশ আশাবাদী।

অন্যদিকে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের লিগ্যাল অফিসার সুদেষ্ণাদেবী বলেন, 'অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পুলিশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। এই ঘটনার পিছনে কারো হাত রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেদিন ওই নাবালিকা গ্রামে নাচ-গানের আসরে গিয়েছিল। ওই আসরে তার আত্মীয় স্বজনেরাও গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কখন ওই আসর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তা কেউ জানাতে পারেন নি। আমরা পুলিশকে বলেছি, যাই হোক না কেন, অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার পুরাতন মালদা থানার বিষাণপুর ইটভাটার সংলগ্ন এলাকা থেকে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় নবম শ্রেণীর আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও এই ঘটনাটি নিয়ে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন-(০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স-(০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ, জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ২৬.১০.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক যা এছাড়াও ০৭.১১.২০২৩ তারিখে 'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস' এবং 'একদিন' নামে দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতী রাখী কুন্ডু,** (বাসস্থান- ১১/৩/বি, ধর্মতলা রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া- ৭১১২০২ -কে **১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিন হাজার আটশত আশি টাকা মাত্র) ২৬.১০.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিন হাজার আটশত আশি টাকা মাত্র) ২৬.১০.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

"কেশব ধাম কমপ্লেক্স" নামে এবং স্টাইলযুক্ত আবাসিক কমপ্লেক্সে গঠিত ভবনের ব্লক নং ২-এর উত্তর-পূর্ব কোণে চতুর্থ তলায় স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩-এর সকল যা ২ (দুই) বেড রুম ১ (এক) রান্নাঘর ২ (দুই) টয়লেট, ১ (এক) সকল এবং ১ (এক) বারান্দা নিয়ে গঠিত, যার পরিমাপ প্রায় ৭৫০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অপরিবর্তনীয় শেয়ার এবং বালি পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শায়ার রোডের মধ্যে অবস্থিত, পোস্ট বেলুরমঠ, থানা বালি, জেলা-হাওড়া-৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২। সম্পত্তিটি শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতী রাখি কুন্ডুর নামে রয়েছে এডিএসআর হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ১২০৫ থেকে ১২৪৩ পর্যন্ত পৃষ্ঠায়, বই-১, সিডি ভলিউম নং ১৭, ২০১০ সালের দলিল নং ০৩৭৪৭ তে রেজিস্টার্ড অনুযায়ী।

বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ২৬.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-দক্ষিণবঙ্গ

বৈঙ্ক আঁফ ইংডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ গুরুল-৮(১) দেখুনগ্ণ

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম) -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে সেকশন ১৩(২) অধীন দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক. ঋণগ্রহীতা: শ্রী মোহাম্মদ আলী খ. শাখা: রাণীগঞ্জ শাখা	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং সি২/সিএস প্লট নং- ১০১৮, আরএস প্লট নং ৭১৫২, সার্ভে নং জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৩০২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩২১৮৩, নাবিল অ্যাপার্টমেন্ট, গৌর মন্ডল রোড, হোল্ডিং নং ১১৩ (২৯৯) ওয়ার্ড নং ৪৭/ সিটি আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - কৈলাশ বার্নওয়ালের বাড়ি, দক্ষিণে- ২০ ফুট গৌর মণ্ডল রোড, পূর্বে- ২০ ফুট গৌর মণ্ডল রোড, পশ্চিমে- দুর্গা মন্দির কমিটির সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২৩.০২.২০২৪ খ) ২৩.১২.২০২৩ গ) ২২,৫৮,৮৫১.০০ টাকা **(শব্দে- বাইশ লক্ষ আটান্ন হাজার আটশো একান্ন টাকা)** এবং তার উপর সুদ।
২.	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী জায়েদ আলম খ. শাখা: রাণীগঞ্জ শাখা	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং এ২/এলআর প্লট নং ৩৭৮০, ৭০০১, আর.এস. প্লট নং ৭১৫২, সার্ভে নং জেএল নং ২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৪১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৬০৫৩, মৌজা - ইস্মাইল, আজাদ নগর রোড/শহর বার্নপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- অন্যদের জমি দ্বারা, দক্ষিণে- ১১ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্বে- অন্যদের জমি দ্বারা, পশ্চিমে- ২৪ ফুট প্রশস্ত গৌর মণ্ডল রোড দ্বারা।	ক) ২৩.০২.২০২৪ খ) ২৩.১২.২০২৩ গ) ৩৫,৬১,৫৪৬.৭৫ টাকা **(শব্দে- পঁয়ত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা)** এবং তার উপর সুদ।

তারিখ: ২৩.০২.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লি

রেজি অফিস : ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড
কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : ২২২৬ ৮৬১৯
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN : L74999WB1919PLC0035169

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং ০৫.০৪৬৬৫ তারিখ ২৯.১১.২০০১ হারিয়ে/স্থানান্তরিত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে কোম্পানির নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণের প্রতি সতর্কিত করা হচ্ছে কোনও অসাধু উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে। কোম্পানি ইতিমধ্যেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বিকল্প রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

কোম্পানির পক্ষে
শোভনা শেঠি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিএফও
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০২.২০২৪

SBI — এসবিআই কল্যাণী আই.জি.সি. শাখা (০৬৭০১)

এ৯/১২ (এস), কল্যাণী, জেলা- নদীয়া- ৭৪১২৩৫
ই-মেইল: sbi.06701@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪[রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০৬.১১.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মন্ডল হার্ডওয়্যার, মালিক ও গ্যারান্টর - শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল ৬২১/৫, আরবিসি রোড, গরিফা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪৩১৬৬- কে** আহব্বান জানিয়ে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **১৪,৩৪,৪৩২.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো বত্রিশ টাকা মাত্র) ০৬.১১.২০২৩** অনুযায়ী উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে** উক্ত রুলস -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব- সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১৪,৩৪,৪৩২.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো বত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** কল্যাণী আই.জি.সি শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী: শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল।
৩ কাঠা পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - গরিফা, জেএল নং- ২, দলিল নং আই- ০০০৮৯ তারিখ- ১৫.০৭.২০০৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬৫৮০০, আর.এস. প্লট নং , ৩১৭, এল.আর. প্লট নং ১২৩৬, থানা - নৈহাটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা।
সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে, শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে,** সূর্যদেব কৃতনিয়ার সম্পত্তি; **পূর্ব দিকে,** রমেন্দ্র রাজবংশীর সম্পত্তি; **পশ্চিমে,** ৯ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।

বিঃদ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এর কাছে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি এটি ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকেই তাঁদের কাছে পরিষেবার বিকল্প মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

তারিখ: ২১.০২.২০২৪,
স্থান: কল্যাণী
অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,

ইংডিয়ন বৈঁক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪(সংযুক্তি-৩) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পায়রাডাঙ্গা শাখা
পায়রাডাঙ্গা স্টেশন রোড, গোপালপুর, প্রীতিনগর, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৭।

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **০৭.১২.২০২৩** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার কমল আর্য,** পিতা- শ্যামল আর্য, ২য় ফ্লোর, গ্রাম ও পোস্ট - প্রীতিনগর, থানা - রানাঘাট, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২৪৭ আমাদের **পায়রাডাঙ্গা শাখার** সাথে হাউস বিল্ডিং লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫৮০০৪৩২২৬২৭ বজায় রেখেছেন- কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৬,২২,২০০.৪৮ টাকা** (ষোল লক্ষ বাইশ হাজার দুইশো টাকা আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ /জামিনদার/ বন্ধকদাতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১৬,২২,২০০.৪৮** টাকা (ষোল লক্ষ বাইশ হাজার দুইশো টাকা আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে"।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৫.৯৭২ ডেসিমেল যেখানে ৬৮৯.৪০৩ বর্গফুট দ্বিতীয় ফ্লোরের সুপার বিল্ট এলাকা, জেএল নং ১৪৭, গোপালপুর, খতিয়ান নং আরএস ৫৫৭, এলআর ৭১৩৬, প্লট নং আরএস ও এলআর ৮৫০, জমি নথিভুক্ত শ্রেণীবিভাগ বাড়ি হিসাবে, পায়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম - প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১ ২৪৭, এডিএসআরও - রানাঘাট।
স্বত্ব দলিল নথিপত্র এবং লেখার তালিকা- বই নং ১- বিক্রয় দলিল নং ২০২০ সালের ৫৩৬২, তারিখ -১১.১১.২০২০, এডিএসআরও রানাঘাট, নদিয়াতে নিবন্ধিত হয়েছে বিক্রেতা হিসাবে অমল ভট্টাচার্য এবং ক্রেতাহিসাবে কমল আর্যের মধ্যে। **উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- মিনা ভট্টাচার্য এর সম্পত্তি, পশ্চিম- পলাশ মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২৬.০২.২০২৪
স্থান: পায়রাডাঙ্গা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইংডিয়ন বৈঁক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কাসিমবাজার শাখা
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০২
ই-মেইল: Cossimbazar@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ৩০.০৩.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **১০,৪২,৩৩৫.৫৫ টাকা** (দশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৯,৪৫,৩২৬.০০ টাকা + ৯৭,০০৯.৫৫ টাকা) ২১.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতী পিয়াসী দাস,** পিতা- রবীন্দ্রনাথ দাস, ২৩/বি, ঝাউখোলা রোড, পোস্ট- কাসিমবাজার, থানা-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন , ৭৪২ ১০২-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী পিয়াসী দাস,** পিতা- রবীন্দ্রনাথ দাস, ২৩/বি, ঝাউখোলা রোড, পোস্ট- কাসিমবাজার, থানা-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন , ৭৪২ ১০২ **শ্রী জয় চক্রবর্তী (জামিনদার),** পিতা- প্রয়াত সুব্রত চক্রবর্তী ১৯, মধুপুর রোড বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০২। খ) কাসিমবাজার শাখা	জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-কালিকাপুর, জেএল নং ৯৯, দাগ নং এলআর-১০৩৮, ২০১৮ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স নং ০০১০৭, এডিএসআর-বহরমপুর, এলাকা- ২.৫০ ডেসিমেল, ১৪/২০ রোশগঞ্জ রোড, পোস্ট - কাসিমবাজার, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মেন মেটাল রোড, দক্ষিণ - বিষ্ণুপুর বিল, পূর্ব - সমীর বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম - হিরন্ময় হালদারের সম্পত্তি দ্বারা।	**১০,৪২,৩৩৫.৫৫ টাকা** (দশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৯,৪৫,৩২৬.০০ টাকা + ৯৭,০০৯.৫৫ টাকা) **২১.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	ক) **২০.৫১ লক্ষ টাকা ( )** (কুড়ি লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) **২.০৬ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB30216144082** ঙ) **ব্যাংকের কাছে অজানা** চ) **প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ৩০.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)-এরও প্রতি

তারিখ: ২৬.০২.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৩.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৭৭,৪৩,৪০০.৬২ টাকা (তিন কোটি সাতাত্তর লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) ৩০.১১.২০০৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ এনপিএ তারিখ থেকে যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **বি.এইচ. ইস্পাত (প্রা.) লিমিটেড,** গ্রাম - ডালগাঁও, পো. চান্ডিল, জেলা - সেরাইকেল্লা (খরসাওন), ঝাড়খন্ড , পিন - ৮৩২৪০১, **প্রয়াত অবদেশ কুমার পান্ডের আইনি উত্তরাধিকারীগণ** ১) শ্রীমতি দর্শন দেবী পান্ডে ২) শ্রীমতি অনিতা পান্ডে ৩) শ্রী অভিষেক পান্ডে ওরফে অংশু পান্ডে, শ্রী অনিকেত পান্ডে ৫) শ্রী হীমাংশু পান্ডে ৬) শ্রী শিবম পান্ডে ৭) শ্রী সন্তোষ কুমার পান্ডে **সকলের ঠিকানা** - ৯৫/১৮, ধর্মতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন প্লন নং ৫৫৭ (০.১৭ একর), ৫৫৮ (২.৪০ একর) এবং প্লট নং ৫৫৯ (০.২৫ একর) খাতা নং ৬, গ্রাম : (মৌজা) : দালগাঁও, চাণ্ডিল বাঁধের নিকট, পো এবং থানা : চাণ্ডিল, জেলা : সরাইকেলা,খরসাওন, রাজ্য : ঝাড়খণ্ড, পিন : ৮৩২৪০১, স্বত্ব দলিল নং ৮৮৪-২০০৩ সালের, তারিখ ২৮.০২.২০০৩ রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স বি এইচ ইস্পাৎ প্রা লি এর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য : ২৬,৭৯, ০০০.০০ টাকা, ইএমডি পরিমাণ : ২,৬৭,৯০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা (স্বত্ব দখলীকৃত)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৪
SARB FILE NO. 19477/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

	ফটোগ্রাফস	ভিডিও
সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান		

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২৭.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া / Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ **২৮.০৩.২০২৪**

ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
শাখা: এআইটি ক্যাম্পাস **অ্যাকাউন্টের নাম: শ্রী দেবেশ চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা)** **ঠিকানা :-** এ৩, স্বপ্ন নীল অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণায়ন, পোঃঅঃ- সোদপুর, পিন-৭০০১১০ **জামিনদার:- শ্রী পৃথ্বিরাজ নাথ** **ঠিকানা:-** ৩৫, দ্বারির রোড, পোঃঅঃ- দক্ষিণ জগতদল, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন-৭০০১৫১	শ্রী দেবেশ চৌধুরীর নামে আবাসিক ফ্ল্যাট সমন্বিত স্থাবর সম্পত্তি যার অবস্থান- তৃতীয় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং - এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া- ৮৩৮ বর্গফুট কমবেশি এবং ফ্ল্যাট নং - বি, সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ৭৫৯ বর্গফুট (কমবেশি), স্বপন নীল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, প্রেমিসেস নং ১৪৬, দক্ষিণায়ন সোদপুর, মৌজা - সোদপুর, জেএল নং-১০ তৌজি নং- ১৭২, আরএস দাগ নং- ৮১৫/২৩২৪, খতিয়ান নং-১১০৮, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা-খড়দা, পানিহাটি পৌরসভার পৌর সীমার মধ্যে, এডিএসআরও সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) ডিড অফ কনভেয়েন্স নং আই-১৫২৪-০৩৪৪০/২০১৭, তারিখ- ৩০.০৬.২০১৭ এবং ডিড অফ কনভেয়েন্স নং আই-১৫২৪-০৩৪৩১/২০১৭, তারিখ- ৩০.০৬.২০১৭ অনুযায়ী। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শিমুল সাহা, দক্ষিণে- বীরেন্দ্রনাথ দাসের জমি, পূর্বে - ২৫ ফুট দক্ষিণায়ন রোড, পশ্চিমে- ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	**২৮,৯০,০০০.০০ টাকা** (আঠাশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ)	০৩.০৮.২০২১ এবং ২৯.১১.২০২১ (বাস্তবিক দখল)	৩২,৬০,০০০.০০ টাকা এবং ৩,২৬,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi.index.jsp -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৮.০৩.২০২৪ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ৪২০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ২১.০৩.২০২৪ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে পরিদর্শন করতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi/index.jsp -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের লিঙ্ক দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রীমতী কুমারী শিল্পী (+৯১৯০৩১৫৭৬৩৬) অথবা শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **"যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির শিরোনাম এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা, বাস্তবিক দখল গ্রহণের সাথে জড়িত সময় এবং ব্যয় (প্রতীকী দখলের অধীনে সম্পত্তির জন্য) সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার / সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি / অধিকার / বকেয়া এবং শারীরিক দখল গ্রহণের সাথে জড়িত বিলম্ব, ব্যয় এবং / অথবা আইনী সমস্যাগুলির জন্য কোনওভাবেই দায়বদ্ধ থাকবেন না (প্রতীকী দখলের অধীনে সম্পত্তির ক্ষেত্রে)
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় সংক্রান্ত অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিড প্রাইস গ্রহণের পর পরবর্তী দিনের মধ্যে পরিশোধিত ইএমডিসহ বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, তা না হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা / ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, তবে তিনি সর্বদা নিলামের জন্য আইনত যোগ্য হন। বিড/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয়ের ১৫তম দিনে বা তার আগে (ব্যাংকিং সময়কালে) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সময় অথবা শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনায় লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে দরদাতা কর্তৃক ইতিমধ্যে জমা কৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংক নিলাম বাতিল এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকবে।**
(৯) **সমগ্র বিক্রয় বিবেচনাপ্রাপ্তির পরে, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার অনুরোধে দরদাতা বা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে বা অন্য ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং বিক্রয়টি পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১০) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**
(১১) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ **(৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে** প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১২) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য ত্রিশ/পনেরো দিনের নোটিশ।
(১৩) আরও বিশদ, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাদি ডাউনলোড করার জন্য, দয়া করে দেখুন https://www.bankofindia.co.in.

তারিখ: ২৬.০২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অমৃত ভারত অনুষ্ঠানে সাংসদ শত্রুঘ্নর অনুপস্থিতিতে তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সোমবার সারা দেশের সঙ্গে বার্নপুর স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পে আধুনিকীকরণের কাজ ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গড়হাজির ছিলেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও তিনি আসেননি বলে দাবি অগ্নিমিত্রা পালের। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সাংসদকে শেষ মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সোমবার সারা দেশের সঙ্গে বার্নপুর স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পে আধুনিকীকরণের কাজ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রায় ১১ কোটি টাকার ওপর খরচ করে আধুনিকীকরণ করা হবে। এই উপলক্ষে বার্নপুর স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রেলের পক্ষ থেকে। সারা দেশের সঙ্গে আদ্রা ডিভিশনের ছ'টি স্টেশনকে আধুনিক করার কাজের উদ্বোধন হয় এদিন। বার্নপুর স্টেশনের উদ্বোধনী ফলকে শত্রুঘ্ন সিনহার নাম থাকলেও তিনি উপস্থিত হননি।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। ভাষণে তিনি দাবি করেন, আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও তিনি আসেননি। লোকসভা উপনির্বাচনে জেতার পর তাকে আসানসোলে দেখাই যায়নি। নরেন্দ্র মোদি দেশের গ্যারান্টি নিয়েছেন আর সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাহজাহানের মতো লোকেদের গ্যারান্টি নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক রুদ্রর দাবি, শেষ সময়ে সাংসদকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এবং এর পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। সরকারি মঞ্চকে রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করেছেন অগ্নিমিত্রা পাল। অথচ তিনি নিজে স্থানীয় কাউন্সিলর হওয়া সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাননি।'

সুভাষ সরকারকে ঝাঁটা-গোবর জলে বিদায় করার নিদান তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে ঝাঁটা ও গোবর জল দিয়ে বিদায় করার নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র। রবিবার বিকেলে বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের ঘোষেরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার উদ্বোধনে গিয়ে এই বক্তব্য রাখেন বঙ্কিম মিশ্র। বিজেপির পাল্টা কটাক্ষ সাংসদকে নয়, সন্দেশখালির ঘটনার পর তৃণমূল নেতাদের প্রতি ওই আচরণ করবেন গ্রামের মানুষ।

বিভিন্ন সভামঞ্চ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিদান দিয়ে বারেবারে বিতর্কে জড়িয়েছেন ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে সরাসরি বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হলেন। রবিবার ঘোষেরগ্রাম এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার উদ্বোধনে গিয়ে বঙ্কিম মিশ্র বলেন, 'ছলনা করে ভোট নিয়ে গিয়ে গত পাঁচ বছরে সুভাষ সরকার আপনি কী করেছেন এই প্রশ্ন তুলতে হবে। ফের ভোটের সময় এসে আবার এই করব সেই করব বলছে। এবারে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। বাড়ির মহিলারা ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সুভাষবাবু এলাকায় এলে তাঁকে গোবর জল দিয়ে বিদায় করে দেবেন।'

পরে বঙ্কিম মিশ্র নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, 'এই হুঁশিয়ারি আমার নয়, এলাকার মানুষের হুঁশিয়ারি। যে সুভাষ সরকারকে ভোট দিয়ে মানুষ জিতিয়েছিল সেই সুভাষ সরকার একশো দিনের প্রকল্প ও আবাস প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত। সেকথাই বক্তব্যে তুলে ধরা হয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হল সিউড়ি ব্রাঞ্চে। এই উপলক্ষে সিউড়ি শাখার পক্ষ থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্ক বাড়াতে মুখোমুখি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের সিউড়ি শাখার মুখ্য ম্যানেজার শুভব্রত কোলে।

পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দূষণের অভিযোগ সাংসদ আলুওয়ালিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার অমৃত ভারত প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দূষণ সৃষ্টি হওয়ার অভিযোগ তোলেন। সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডও তাঁকে একটি লিখিত আবেদন জমা দিলে এই বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া সংবাদ মাধ্যমকে উদ্বোধনের বিষয় জানানোর পাশাপাশি তাঁর দাবি, পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দূষণ সৃষ্টি হওয়ার জন্য নাজেহাল কাঁকসার মানুষ। প্রশাসনকে এই বিষয়ে এলাকার মানুষ অভিযোগ জানানোর পরেও এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি।

SBI

এসবিআই মেদিনীপুর ব্রাঞ্চ (০০১৩২)
পোঃ মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১১০১

ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : ইমেল : sbi.00132@sbi.co.in
নাম : শ্রী দুষ্মন্ত মান্না, মো: ৮০০১১৯৪৭৮১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬, ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬, ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.০৩.২০২৪ সময় : ১২০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
বায়না জমা (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ডাকদাতা কর্তৃক স্থানান্তর/জমা করতে হবে তার/তাদের/তাহাদের নিজস্ব ওয়ালেটে এমএসটিসি কর্তৃক প্রদেয়, ই-নিলাম সাইট https://www.mstcecommece.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ডিডি/ব্যাঙ্কারস চেক আকারে ১১.০৩.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪টে পর্যন্ত
সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৫.০৩.২০২৪, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **১২.০৩.২০২৪** (ই-নিলাম তারিখ) 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৬,৮১,৭০,৬৭২.৬১ টাকা (ছয় কোটি একাশি লাখ সত্তর হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং একষট্টি পয়সা) ১৬.০৭.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ **১১.০৭.২০১১ থেকে** ব্যয়, মূল্য, চার্জ সহ কম আদায় (যদি থাকে) এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স মেদিনীমাতা অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা. লি. ডিরেক্টর : ১. শ্রী সচ্চিদা নন্দ ওঝা,** পিতা সীতারাম ওঝা **২. শ্রীমতি গোমতী ওঝা,** স্বামী শ্রী সচ্চিদা নন্দ ওঝা **অফিস ঠিকানা** - ''ওঝা নিবাস'' রঙ্গমতী, পো. বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, থানা - কোতয়ালি, পিন - ৭২১১০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ **রাইস মিলিং ইউনিট ঠিকানা** - গ্রাম গোবরু, পো. গোরাপিয়াশাল, থানা - শালবনি, পিন - ৭২১১২৯ জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ **রাইস ব্রান অয়েল ইউনিট ঠিকানা** - গ্রাম - প্রতাপপুর, পো: পুরুষোত্তমপুর, বি.ও, পরগনা হাবেলি তহশিল-চুনার, পিন নং - ২৩১৩০৫, জেলা - মির্জাপুর, উত্তরপ্রদেশ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/ ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি-মেসার্স মেদিনীমাতা অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা লি. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির আনুমানিক পরিমাণ এরিয়া (০.৪৬ একর এবং ০.৬১ একর সমান সমান মোট ১.০৭ একর) কমবেশি নথিভুক্ত **মৌজা : গোবরু** এবং কিসমত ধোবাসোল মৌজা : গোবরু-এরিয়া ০.৪৬ একর জেএল নং ৫২২, আরএস খতিয়ান নং ২৩৩ (এলআর খতিয়ান নং ১৬৯), প্লট নং ৪৮১, এবং **মৌজা : ধোবাসোল**-এরিয়া ০.৬১ একর, জেএল নং ৫২১, খতিয়ান নং ৩৪ (আরএস :৭, (এলআর ২৮), আরএস নং ২৮, এলআর নং ৯, এলআর নং ১০) প্লট নং ৩, মোট জমির এরিয়া: **(০.৪৬ একর এবং ০.৬১ একর) সমান সমান মোট ১.০৭ একর - ১০৭ ডেসিমেল থেকে, দলিল নং ৬০৭, তারিখ ১২.০৫.২০০৬** অনুযায়ী মেসার্স মেদিনীমাতা অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস প্রা লি এর নামে, থানা : সালবনি, পো : ভাদুতলা, ১০ নং কর্ণগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী এ এন মহ হাবিবুর রহমান এর খালি জমি, **দক্ষিণে :** শ্রী এ এন মহ হাবিবুর রহমানের জমি, **পূর্বে :** এন এইচ ৬০ (রানিগঞ্জ রোড এবং প্রবেশ পথ), **পশ্চিমে :** বন দফতরের জমি।	**১,৯৯,৪৯,৪০০ টাকা -নীচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না**	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ১৯,৯৪,৯৪০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ২৭.০২.২০২৪, স্থান : পশ্চিম মেদিনীপুর — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

This is a Public Announcement for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 17, 2024, (the 'Letter of Offer' or 'LOF') and Corrigendum-Cum-Addendum to the Letter of Offer dated February 01, 2024 filed with BSE Limited ('BSE'), National Stock Exchange of India Limited ('NSE') and also filed with the Securities and Exchange Board of India ('SEBI').

SKIPPER Limited

SKIPPER LIMITED

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 on March 5, 1981, in the name of "Skipper Investments Limited" pursuant to a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal. The name of the Company was changed to Skipper Steels Limited and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on April 26, 1984 by the Registrar of Companies, West Bengal. During the year 2008, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited, S K Bansal Group Companies, were amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated April 28, 2008 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited were dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. During the year 2009, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Skipper Infrastructure Limited, a S K Bansal Group Company, was amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated March 24, 2009 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Skipper Infrastructure Limited was dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. Thereafter, the name of the Company was rechristened to its present name to "Skipper Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on September 7, 2009 by the Registrar of Companies, West Bengal. For further details regarding our Company and change in address of the registered office, please refer to "**General Information**" beginning on page no. 42 of the Letter of Offer.

Corporate Identity Number : L40104WB1981PLC033408
Registered Office: 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata-700017; **Telephone No.:** (033) 2289 5731/ 5732
Fax No.: (033) 2289 5733; **Contact Person:** Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer)
E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com; **Website:** www.skipperlimited.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY

MR. SAJAN KUMAR BANSAL, MR. SHARAN BANSAL, MR. DEVESH BANSAL, MR. SIDDHARTH BANSAL, MRS. MEERA BANSAL, MRS. SUMEDHA BANSAL, MRS. RESHU BANSAL, MRS. SHRUTI M. BANSAL, SKIPPER PLASTICS LIMITED, VENTEX TRADE PRIVATE LIMITED, AAKRITI ALLOYS PRIVATE LIMITED, SAMRIDDHI FERROUS PRIVATE LIMITED, SKIPPER POLYPIPES PRIVATE LIMITED, UTSAV ISPAT PRIVATE LIMITED, VAIBHAV METALS PRIVATE LIMITED, SK BANSAL LEGACY TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL FAMILY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL UNITY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL HERITAGE TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TRUSTEE.

RIGHTS ISSUE OF 1,02,67,021 PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 194/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 193/- (RUPEES ONE HUNDRED NINETY-THREE ONLY) PER EQUITY SHARE FOR AN AMOUNT UPTO ₹ 1991.80 MILLION# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1:10, THAT IS 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, JANUARY 12, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 204 OF THE LETTER OF OFFER.

Assuming receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares. For Further details on Payment Schedule, see 'Terms of Issue- Payment Schedule of Rights Equity Shares' beginning on Page No. 218 of the Letter of Offer.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Skipper Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Rights Issue of Equity Shares which opened for subscription on Tuesday, January 30, 2024 and closed on Thursday, February 08, 2024 with the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements being Monday, February 05, 2024. Out of the total 6287 applications for 18190654 Rights Equity Shares received, 1049 applications for 389750 (including partial rejection) Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. The total number of valid applications received were 5238 applications for 17800904 Rights Equity Shares, which was 173.38% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. The Basis of Allotment was finalized on Monday, February 19, 2024 by the Company, in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE i.e., the Designated Stock Exchange for the Issue.

The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company, at its meeting held on Monday, February 19, 2024 took on record the Basis of Allotment so approved, and accorded their approval for the allotment of 10267021 Rights Equity Shares to successful Applicants.

All valid Applications have been considered for Allotment.

1. **The break-up of valid Applications received from ASBA (after technical rejections) is given below: -**

Category	No. of Valid applications (including ASBA applications) received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares allotted against additional Rights Equity Share applied for (B)	Total Rights Equity Share accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders*	4805	6006961	792602	6799563
Renouncees	433	3467458	0	3467458
Total	5238	9474419	792602	10267021

***Includes 157 valid Fractional Shares application.**

2. **Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):**

Category	Applications received		Rights Equity Share Applied For			Rights Equity Share Allotted		
	Number	(%)	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	4805	91.73	14080190	68,28,89,215.00	79.10	6799563	32,97,78,805.50	66.23
Renouncees	433	8.27	3720714	18,04,54,629	20.90	3467458	16,81,71,713.00	33.77
Total	**5238**	**100.00**	**17800904**	**86,33,43,844.00**	**100.00**	**10267021**	**49,79,50,518.50**	**100.00**

Intimations for Allotment/ refund/ rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation to the Investors has been completed and sent on their email address on Monday, February 26, 2024. The instructions to Self-Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**") for unblocking of funds in case of ASBA Applications were given on Tuesday, February 20, 2024. The listing application was filed with BSE and NSE on Wednesday, February 21, 2024 and subsequently the listing approvals were received on Thursday, February 22, 2024 from both BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on Monday, February 26, 2024. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue are expected to commence trading on BSE and NSE on or before Thursday, February 29, 2024 and shall be traded under the ISIN "IN9439E01012". In accordance with the SEBI circular bearing Reference No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on February 23, 2024 & February 26, 2024 respectively.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the full text on Disclaimer Clause of SEBI on page no. 197 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer Clause of the BSE Limited on page no. 200 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text on Disclaimer Clause of NSE on page no. 199 of the Letter of Offer.

Lead Manager to the Issue	Company Secretary and Compliance Officer	Registrar to the Company & the Issue
VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED **CIN:** U67120WB2005PTC106051 **SEBI REGN. No.:** INM000011096 **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Ms. Urvi Belani/ Mr. Premjeet Singh 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.- 2C, Kolkata - 700013 **Tel. No.:** (033) 2225-3940 **Email: mail@vccorporate.com** **Website: www.vccorporate.com**	SKIPPER Limited **SKIPPER LIMITED** **CIN:** L40104WB1981PLC033408 **Registered Office:** 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017 **Telephone No.:** (033) 2289 5731/ 5732 **Fax No.:** (033) 2289 5733 **Contact Person:** Ms. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer) **E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com** **Website: www.skipperlimited.com**	**MAHESHWARI DATAMATICS PRIVATE LIMITED** **CIN:** U20221WB1982PTC034886 **SEBI REGN. No.:** INR000000353 **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Mr. Ravi Kumar Bahl 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001 **Tel. No.:** 033 2243 5029; **Fax No.:** 033 2248 4787 **Email: mdpldc@yahoo.com** **Website: www.mdpl.in**

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number, serial number of the Application form or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the concerned SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on ASBA process see section "Terms of the Issue" beginning on page no. 204 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Skipper Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anu Singh
(Company Secretary and Compliance Officer)

Date: February 26, 2024
Place: Kolkata

The LOF and Corrigendum-Cum-Addendum to the LOF is available on the website of SEBI at **www.sebi.gov.in**, the Stock Exchanges i.e. The National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com**, BSE Limited at **www.bseindia.com**, website of the Company at **www.skipperlimited.com** and the website of the lead manager at **www.vccorporate.com.** Investors should note that the investments in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section titled 'Risk Factors' beginning on page no.19 of the LOF.

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
১ম ফ্লোর, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৩। ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহব্বান জানিয়ে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লখিত অর্থ এবং এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট নং সহ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী পার্থ দত্ত, (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত সুধীর চন্দ্র দত্ত, ফ্ল্যাট নং ১এ, ব্লক বি২, (ফর্মাল নং বি/২/৭, ব্লক ২ মাদুরদহ), প্রেমিসেস নং ৯৮, মাদুরদহ, কেএমসি ওয়ার্ড নং- ১০৮, কলকাতা-৭০০১০৭, **লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৩১০৭০২৭৪২৭৫ (এইচবিএল), ৩২০২০৮৭৩৪০৭ (সুরক্ষা)**	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী পার্থ দত্ত,পিতা প্রয়াত সুধীর চন্দ্র দত্ত, উল্লেখ্য দলিল নং ০১৫৫৭ - ২০১০, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ১১৩৭২ থেকে ১১৩৯৫, ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ১এ, পরিমাণ ১১৪৮, বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, দুই টয়লেট, এক কিচেন,এবং দুই বারান্দা সমুদয় দোতলা উক্ত চার তলা ভবনে উক্ত প্রেমিসেস নং ৯৮, মাদুরদহ, ব্লক বি-২, তিলজলা থানা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৮ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরএস দাগ নং ৪১৭, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, মালিকি খতিয়ান নং ১৮০, প্রজা খতিয়ান ১৫৯, মৌজা - মাদুরদহ, জেএল নং ১২, আরএস নং ২১২, তৌজি নং ২৯৯৮, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** - ব্লক নং বি১, **দক্ষিণে** - ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে** - প্লট নং ডি/২/৬, **পশ্চিমে** - ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১) ০৭.১২.২০২৩ ২) ২১.০২.২০২৪ **৩) ৬,১৫,৯০৪.০০ টাকা** (ছয় লক্ষ পনের হাজার নয়শো চার টাকা মাত্র) ০৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
২.	**শ্রী অনুপম পুরকাইত, (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী নির্মল কুমার পুরকাইত, এবং শ্রী নির্মল কুমার পুরকাইত পিতা- প্রয়াত গোপেশ চন্দ্র পুরকাইত, ৯১এ, যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা , কলকাতা-৭০০০৬১ **লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৪০৪৬৩০১০১১৭ (এইচবিএল), ৪০৪৬২৯৭৭৫৬১ (টি/ইউ) ৪১০০৫৪৬১২৯১ (টি/ইউ) ৪০৪৬৩৪০৫৩৪৪ (সুরক্ষা)**	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী নির্মল কুমার পুরকাইত, পিতা প্রয়াত গোপেশ চন্দ্র পুরকাইত, উল্লেখ্য দলিল নং ৬৯৮৭-১৯৯১ সালের সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ১২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন কম বেশি অবস্থিত মৌজা শরসুনা, পরগনা মাগুরা, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, তৌজি নং ৩-৫ আরএস দাগ নং ১৫৬৪/২৫০১, আরএস খতিয়ান নং ২৪৩১, ২৪৩৩, ২৪৩৫, ২৫৯২, ২৫৯৪, ২৪৫২, ২৪৫৪, ২৫৫৭ কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৬ অধীন, প্রেমিসেস নং ৪৮৪, যাদব ঘোষ রোড, ডাক ঠিকানা- ৯১/এ যাদব ঘোষ রোড, থানা- ঠাকুরপুকুর বর্তমানে শরসুনা, কলকাতা-৭০০০৬১ এডিএসআর বেহালা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** - ১২ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে** - শ্রী কালীনাথ বেরা, **পূর্বে** - সীমা পাঁচিল এবং দাগ নং ১৫৯৩, ১৫৬৩, **পশ্চিমে** - সুজিত গোস্বামী।	১) ০৪.১২.২০২৩ ২) ২১.০২.২০২৪ **৩) ৩৪,৭৩,২৬৬.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশত ছেষট্টি টাকা মাত্র) ০৪.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
৩.	**শ্রী দেব কুমার মৃধা, (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত সুবোধ মৃধা, ৪৭/এম, প্রভাত মন্মথ সরণি, কালিকাপুর কলকাতা-৭০০০৭৮ **লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৩৫২২৭৬৮১৬৭৪, ৩৫৩২২২৮৫৯৯১, ৩৭১৪১১৭১৮২৪**	৩. সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী দেব কুমার মৃধা, পিতা প্রয়াত সুবোধ মৃধা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩১৩৯-১৯৯৪ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৫৮, পৃষ্ঠা-৩৮১ থেকে ৩৯০। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক ৩০ বর্গফুট কম বেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা - গরফা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২, তৌজি নং ১২, ১৩, ১০ দাগ নং ২১১৮, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৩, বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৬ অধীন ৪৭/এম, প্রভাত মন্মথ সরণি, শরসুনা কলকাতা - ৭০০০৭৮, থানা - কসবা, বর্তমানে গরফা জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** - ৮ ফুট চওড়া সাধারণ সড়ক, **দক্ষিণে** - অংশ দাগ নং ২১১৮, **পূর্বে** - অংশ দাগ নং ২১১৯, **পশ্চিমে** - ৪ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত সড়ক এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণ সড়ক।	১) ২৯.০৯.২০২৩ ২) ২১.০২.২০২৪ **৩) ১১,৩৪,৪৪৩.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৪.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
৪.	**শ্রী প্রসেনজিৎ সেন, (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রশান্ত কুমার সেন এবং শ্রীমতী, মহুয়া সেন স্বামী- শ্রী প্রসেনজিৎ সেন ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩য় ফ্লোর, আনন্দমেলা, ২২২/বি, এন.এস.সি. বোস রোড, ওয়ার্ড নং-৯৮, থানা- যাদবপুর, (এখন থানা- নেতাজি নগর), কলকাতা-৭০০০৪৭ **লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৩০৩৫৩১০১৯০২,**	মালিক শ্রী প্রসেনজিৎ সেন, পিতা প্রশান্ত কুমার সেন এবং শ্রীমতি মহুয়া সেন, স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ সেন দলিলের বিস্তারিত নং ১৫১৫-২০০৮ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০৮, পৃষ্ঠা ২০ থেকে ৩৭, এডিএসআর আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তলে, প্রেমিসেস নং ২২২/বি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০৫ বর্গফুট কম বেশি ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং রুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১১ তম জমির অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২২২/বি এন এস সি বোস রোড, মৌজা-খানপুর, থানা - যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর) কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৮ অধীন কলকাতা - ৭০০০৪৭ দাগ নং ৬৬, ৬৬/২৪১, ২৭ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে** - হরিনাথ রায়ের জমি, **দক্ষিণে** - ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক বর্তমানে অশোক এভিনিউ নামে পরিচিত **পূর্বে** - প্রেমিসেস নং ২১৬ এন এস সি বোস রোড, **পশ্চিমে** - অশোক মিত্রর জমি।	১) ০৮.১২.২০২৩ ২) ২৬.০২.২০২৪ **৩) ৪,৯৬,৮৮১.০০ টাকা** (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো একাশি টাকা মাত্র) ০৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
৫.	**শ্রী অশোক শাসমল, (ঋণগ্রহীতা)** পিতা-প্রয়াত বিজয় কুমার সাসমল, এবং শ্রীমতি জলী মন্ডল শাসমল স্বামী- শ্রী অশোক শাসমল, ফ্ল্যাট নং এ৭/১৬ ইকেটিপি, দ্বিতীয় ফেজ, মার্শেলিন কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড, ই এম বাইপাস কলকাতা-৭০০১০৭, **লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৩৭৬৯৯৪১৪০৪৮ (এইচবিএল), ৩৭৬৯৯৪১৪২৩১ (সুরক্ষা) ৩৭৮৫০৬০৫১১৯ (টপ-আপ)**	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অশোক শাসমল, পিতা বিজয় কৃষ্ণ শাসমল, উল্লেখ্য দলিল নং ০১৬৯৩-২০০৩ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১ ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ - ১৭, এআরএ কলকাতা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট নং ১৬, ব্লক এ/১৭, চতুর্থ তলে পরিমাণ আনুমানিক ৬০.৫০ বর্গমিটার প্লিন্থ এরিয়া ৪ তলা ভবনে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং স্পেস,১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং ১ টয়লেট এবং/বা নির্মিত অংশের জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩.৪৮৬ একর কম বেশি অবস্থিত পশ্চিম দিকে ইএম বাইপাসের এবং দক্ষিণ দিকে রাসবিহারী এভিনিউর কানেক্টরের, মৌজা - কসবা, জেএল নং - ১৩, অংশ দাগ নং ৪২১৯ (অংশ), ৪২২৯ (অংশ), ৪২৫৫ (অংশ), ৪২৩৬ (অংশ), ৪২৩৭ (অংশ), ৪২৩৮ (অংশ), ৪৩১১ (অংশ), এবং ৪৩০৩ (অংশ) থানা - কসবা ওয়ার্ড নং ১০৭ কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** - প্রযোজ্য নয় **দক্ষিণে** - প্রযোজ্য নয় **পূর্বে** - প্রযোজ্য নয়, **পশ্চিমে** - প্রযোজ্য নয়।	১) ১৪.১১.২০২৩ ২) ২১.০২.২০২৪ **৩) ১৪,১৫,৭৯৫.০০ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ পনেরো হাজার সাতশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র) ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ ও অন্যান্য চার্জ।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ২১.০২.২০২৪, ২৬.০২.২০২৪, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

দেশের যুবাদের সঙ্গে ‘অন্যায়’ হয়েছে, সুবিচার চেয়ে মুর্মুকে চিঠি খাড়্গের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: মোদি সরকারের আনা স্বল্প মেয়াদে সেনায় নিয়োগ প্রকল্প ‘অগ্নিপথ’ দেশের যুবাদের প্রতি ‘ভয়ংকর অবিচার’, এই মর্মে সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। ভারতীয় সেনায় যোগ দিতে ইচ্ছুক লক্ষাধিক যুবকদের জন্য ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে খাড়্গে উল্লেখ করেন, ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পের জেরে তথা সেনায় সাধারণ নিয়োগ বন্ধ হওয়ায় দেশের ‘দুই লক্ষ যুবক ও যুবতীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে’। খাড়্গের দাবি, এই যুবকরা তাঁদের স্বপ্নের সন্ধানে বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন। আজ অনেকেই চরম হতাশায় ভুগছেন। এমনকী বেশ কিছু যুবা ‘আত্মহত্যা’ পর্যন্ত করেছেন। চিঠিতে খাড়্গে লেখেন, ‘দেশের যুবারা এতখানি কষ্ট পেতে পারেন না। আমি আপনার কাছে ন্যায় বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’ উল্লেখ্য, ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশের সমস্ত বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার। সেই কারণেই সেনায় সমস্যার সমাধানে তাঁর কাছে আবেদন করেছেন খাড়্গে। তবে লোকসভা ভোটের আগে নতুন করে অগ্নিপথ ইস্যু উস্কে দেওয়া কংগ্রেসের রাজনৈতিক চাল বলেও মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৪ জুন সেনায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্প অনুযায়ী, চার বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিতে বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। চার বছর পর ২৫ শতাংশকে রেখে বাকিদের স্বেচ্ছাবসর দেওয়া হবে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছরের তরুণ-তরুণীরা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৬ হাজার প্রার্থীকে ভারতীয় স্থলসেনা, বায়ুসেনা এবং নৌসেনাতে নিয়োগের পরিকল্পনা করেছিল কেন্দ্র।

সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চাইলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ভুল স্বীকার করে এবং ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মানহানির মামলা থেকে আপাতত রক্ষা পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আপ প্রধানের বিরুদ্ধে একটি ‘মানহানিকর’ ভিডিও রিটুইট করার অভিযোগ উঠেছিল। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী। সেটি নিজের এক্স হ্যান্ডল-এ ফের পোস্ট করেন কেজরিওয়াল। ঘটনাটি অবশ্য ২০১৮ সালের। তখনও অবশ্য টুইটারের নাম এক্স হয়নি। ধ্রুব রাঠীর পোস্ট করা ভিডিওয় ‘আই সাপোর্ট নরেন্দ্র মোদি’ নামের নামের একটি টুইটার হ্যান্ডল ‘বিজেপি আইটি সেল পার্ট-২’-এর মতো কাজ করছে বলে দাবি করা হয়।

উত্তরপ্রদেশে পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু ৬ শ্রমিকের

লখনউ, ২৬ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশে জৌনপুরে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বাসের সঙ্গে ট্রাক্টরের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। দুর্ঘটনায় আহত ছ'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মৃত্যু হয়েছে আরও এক জনের। ঠিক কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার সমাধগঞ্জ এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। জৌনপুর থেকে প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছিল শ্রমিকবোঝাই ট্রাক্টরটি। তখনই রবিবার রাত ১১টা নাগাদ একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই ট্রাক্টরের। রাস্তার এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়েন ট্রাক্টরে থাকা শ্রমিকরা। ঘটনাস্থলেই পাঁচ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছ'জন শ্রমিককে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়। যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্র্যাক্টরে ছিলেন ১২ জন শ্রমিক। তাঁরা সকলেই আলিশাহপুর গ্রামের বাসিন্দা। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। খবর দেওয়া হচ্ছে পরিবারের লোকেদের। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্যালেস্টাইনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মহম্মদ শতায়েহ

গাজা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: প্যালেস্টাইনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মহম্মদ শতায়েহ। প্রায় চার মাস ধরে জারি রয়েছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। এই সংঘাতে গাজায় প্রাণ হারাচ্ছেন হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয়। এবার যুদ্ধ আবহেই সরে দাঁড়ালেন শতায়েহ। সোমবার তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মেহমুদ আব্বাসের হাতে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি রাষ্ট্রপতি। সূত্রের খবর, সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মহম্মদ শতায়েহ। শতায়েহকে কেয়ারটেকার হিসাবে দায়িত্বপালন করার কথা বলা হয়েছে। যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যেন তিনি তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের আগে ওয়েস্টব্যাংক ও গাজা ভূখণ্ড ছিল মামুদ আব্বাসের ‘প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষে’র হাতে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হামাসের দখলে চলে যায় গাজা। এবার হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে ওয়েস্টব্যাংকেও। কয়েকমাস আগে এখানেও ইজরায়েলি বাহিনীর হামলায় প্রাণহানি ঘটেছিল। সম্প্রতি যুদ্ধ আবহে শান্তি ফেরানো নিয়ে আমেরিকার তরফে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আব্বাসকে। বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য প্রেসিডেন্ট আব্বাসের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়াচ্ছিল মার্কিন প্রশাসন। মনে করা হচ্ছে, এই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শতায়েহ।

রুশ সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারালেন গুজরাতের যুবক!

মস্কো, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করছে ভারতীয়রা। কয়েকদিন আগে প্রকাশ্যে এসেছিল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। দিন তিনেক আগে যা স্বীকার করে নিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল বিদেশমন্ত্রক। দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার রক্তক্ষয়ী এই লড়াইয়ে রুশ সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে প্রাণ হারালেন গুজরাতের এক যুবক! সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মৃত বছর তেইশের যুবকের নাম হামিল মাঙ্গুকিয়া। একটি অনলাইন বিজ্ঞাপন দেখে হামিল রাশিয়াতে চাকরির আবেদন জানিয়েছিলেন। তার পর চেন্নাই থেকে পৌঁছে যান মস্কোতে। সহকারী হিসাবে যোগ দেন রুশ সেনাবাহিনীতে। দু'দিন আগেই সুরাতে পরিবারের কাছে হামিলের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়। যদিও এখনও তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কয়েকটি রিপোর্টের দাবি, বেশ কয়েকজন ভারতীয় সিকিউরিটি হেল্পার হিসাবে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন। অভিযোগ, তাঁদের জোর করে রুশ সেনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তের সংঘর্ষস্থলে তাঁদের মোতায়েন করা হচ্ছে। যদিও এর মাঝে বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে নয়াদিল্লির অনুরোধে কয়েকজন ভারতীয়দের রুশ সেনার সঙ্গে চুক্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সিংহীর নামকরণের জের, বরখাস্ত ত্রিপুরার বনকর্তা

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: বেঙ্গল সাফারি পার্কের সিংহীর নাম সীতা নিয়ে বিতর্ক জলঘোলা হয়েছে। মামলা গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে পর্যন্তও। রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নামবদলের জন্য। নির্দেশ মেনে নাম পরিবর্তনে রাজি রাজ্য সরকারও। এবার নাকি সিংহী সীতার নামকরণ নিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে ত্রিপুরার বনকর্তাকে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল সাফারি পার্কে ত্রিপুরা থেকে আসা সিংহী ‘সীতা’র নামকরণে আপত্তি তুলে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গত বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্টেট জু অথরিটির কাছে রিপোর্ট চেয়ে চিঠি পাঠান। গত বৃহস্পতিবার সিঙ্গল বেঞ্চে পুনরায় মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। দেবদেবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামে পশু-পাখির নাম রাখা যায় কি না, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী-২

আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ২৬.০২.২০২৪ **তারিখে দুপুর ১২.১০ মিনিটে ই-প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/০৪-২০২৪**-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। ফাইলের নাম পড়তে হবেঃ নথির বিবরণ— **প্রি-বিড-এর বিবরণ**; ফাইলের নাম ঃ **e-tender42024onlinemeeting.pdf**। টেন্ডার বন্ধের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে ও বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ দেখুন।

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block, North 24 Parganas

NIT NOS - 2024_ZPHD_672174_1 2024_ZPHD_672174_2 Dated- 22/02/2024. https://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Mohanpur Gram Panchayet

Bajitpur Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill+P.O.- Gadadharpur Bazar, R.S, P.S.-Mallarpur, Dist. Birbhum.

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works **vide Nit No.-22/BGP/15th FC /5th SFC/2022-23 dated 23/02/2024** bid submission date is **24/02/2024 from 4:00 pm** to Last date **04/03/2024 till 04 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

S/D, Pradhan
Bajitpur Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৬৭, তারিখ ২২.০২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৭৭। কাজের নাম ঃ** হাওড়া স্টেশন কমপ্লেক্সে এলটি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের রিডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত কাজে স্যান্ডউইচ বাস ট্রাঙ্কিং সিস্টেমের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,২৪,৫৬,৯৮০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা) ঃ** ২,৬২,৩০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৩.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্‌ধ/ধর্মঘট থাকলে, টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েব সাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(HWH-510/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং-১। টেন্ডার নংঃ বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৪-২৫-০৮, তারিখঃ ২৩.০২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের এএক্সইএন/বিআরএল/কেজিপি-এর অধীনে এসএসই/বিআর/কেজিপি/I-এর অধিক্ষেত্রে টিএমজেড-দীঘা শাখার স্টিল গার্ডার ব্রিজসমূহের ব্রিজ নম্বর ৮৩এসএল (৩x৩০.৫ এমজি) ও ৮৪এসএল (২x১২.২ পিএসসি + ১x৪৫.৬ এমজি)-এ প্রস্তাবিত সাইড পাথওয়ে। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,২৫,৪৯,৮১১.৭৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১২,৮০০ টাকা। **ক্র.নং-২। টেন্ডার নংঃ বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৪-২৫-০৯, তারিখঃ ২৩.০২.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের এএক্সইএন/বিআরএল/কেজিপি-এর অধীনে এসএসই/বিআর/কেজিপি/I-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় এমডিএন-কেজিপি শাখার স্টিল গার্ডার ব্রিজসমূহের ব্রিজ নম্বর ১৪৩ ডিএন (১৬x৩০.৫ এমজি)-এ প্রস্তাবিত সাইড পাথওয়ে। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৪০,০০,৮০৬.১৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৭০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৩.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন- এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1171)**

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for different development works vide **NIT NO - 1242/CAGP/24, Date: 21/02/2024.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **01/03/2024 up to 3:00 PM.** Date of Opening of Tender : **03/03/2024 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd./-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/e-NIT/966 (1st Call), Dated: 23/02/2024**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	New Construction of Gondalpara Sastri hindi high school at kumarpara Bye Lane,holding no.-19, in ward -13 (new), under Bhadreswar Municipality. **Tender ID: 2024_MAD_674232_1.**	34,26,139.00	68,523.00

Fund : PBSSM. Time of Completion : 8 Months. Bid Submission Start Date (Online): **27.02.2024 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **12.03.2024 at 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **15.03.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১.	**মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **রানু পারাই এবং মহাদেব পারাই** ৪৯/১ আমবাগান কলোনি নোয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯০ **রানু পারাই এবং মহাদেব পারাই** ৬২/১ রাজাপুর পূর্ব পো. সন্তোষপুর থানা - সার্ভে পার্ক ওয়ার্ড নং ১০৩, কলকাতা - ৭০০০৭৫ **এ/সি নং : ০১৪৩৩০০০৪১৮৬৭** **সম্পত্তির আইডি - PUNBRANUPARAI01**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১২ ছটাক ১৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত জি-২ তলা ভবন পরিমাণ কমবেশি ২২৬৫ বর্গফুট (প্রতি তলায় ৭৫৫ বর্গফুট) অবস্থিত ৬২/১, রাজাপুর ইস্ট, পো : সন্তোষপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৩, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৩-৩৭-৫৩৩০-৯, মৌজা : রাজাপুর, পরগনা : খাসপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৪, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ৮৪৩, খতিয়ান নং ৪০৮, থানা : পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে সার্ভে পার্ক। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি রানু পারাই,** স্বামী শ্রী মহাদেব পারাই উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-৩১৯১-/১৮। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৬২১, দ্রাঘিমা :৮৮.৩৮৫৮৩।**	**ক. ২৯.০৫.২০২৩** **খ. ৭৪,৬৫,৫৬৯.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ১২.০৮.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম নির্দেশ গৃহীত)**	**ক) ৪৯.৭০ লাখ টাকা** **খ) ৪.৯৭ লাখ টাকা (১৮.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	১৯.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
২.	**মূল শাখা : কলকাতা -টালিগঞ্জ** **মেসার্স সিটি ফার্মা** **স্বত্বা শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়** ই/৩১ বাঘাযতীন কলোনি কলকাতা - ৭০০০৮৬ **শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়** সি/৬০/১ বাঘাযতীন কলকাতা - ৭০০০৯২ **শ্রী অরুণ রায় (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ১এফ, সি/৬০, বাঘাযতীন কলকাতা - ৭০০০৯২ **এ/সি নং : ০৯০৪৪০১১০০০০৩২** **সম্পত্তির আইডি - PUNB826520200042**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উল্লেখ্য দোকানের সমগ্র অংশ নং এ একতলায় পরিমাণ কমবেশি ১২৫ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬২, বাঘাযতীন ‘ই’ ব্লক, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৬, দলিল নং ১-০০০১৮/০৮ তারিখ ২৯.০১.২০০৮ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০১ অধিক্ষেত্র অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ কমবেশি ৩ কাঠা ৭ ছটাক ১৪ বর্গফুট ইপি নং ৫৬১ এবং ৫৬১এ, এসপি নং ২৭৫ , সিএস প্লট নং ৪৫(অংশ) অবস্থিত মৌজা : বড়েমাসুর, জেএল নং ৩১, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬২। **স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়।** **মানচিত্র অবস্থান : ২২.৪৮২৭৯৪, ৮৮.৩৭৮৫১৩।**	**ক. ৩০.০৮.২০২৩** **খ. ৮৫,৯১,২১১.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ০২.১২.২০২৩** **ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত (ঋণগ্রহীতা কর্তৃক শান্তিপূর্ণ দখলীকৃত)**	**ক) ১২.০০ লাখ টাকা** **খ) ১.২০ লাখ টাকা (১৮.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	১৯.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৩.	**মূল শাখা : বাঘাযতীন স্টেশন (২১৮১২০)** **মেসার্স রয়'স এম্পোরিয়াম** **স্বত্বা. শ্রীমতি টুম্পা রায়** ৩৬/২, লোটাস পার্ক, পো. নাকতলা, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৪ **এ/সি নং - ২১৮১২৫০০০০০১৯ এবং ২১৮১৩০০০০০৯৪৯** **সম্পত্তির আইডি : PUNBROYEMPORIUM**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি (ম্যাজেনাইন ফ্লোর) একতলায় (উত্তর দিকে) পরিমাণ ৬২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩ তলা ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ দান জমি পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক, ২৩ বর্গফুট, স্কিম নং ২, প্লট নং ১৯ অবস্থিত মৌজা- রাইপুর, জেএল নং ৩৩, খতিয়ান নং ৪৬০, দাগ নং ৫২৭, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, বরো-১০, প্রেমিসেস নং ২২৯/এ/১, রাইপুর রোড (ডাক ঠিকানা-৩৬/২, লোটাস পার্ক), থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৪৭ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি- উত্তরে - ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৩৬/৩, লোটাস পার্ক, পূর্বে- প্রেমিসেস নং ৩৬/২, পশ্চিমে-৪ ফুট চওড়া কেএমসি রোড সমন্বিত। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী জয়ন্ত রায়।**	**ক. ০১.০২.২০২২** **খ. ১৫,২০,৮৫৮.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ১০.০৬.২০২২** **ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত**	**ক) ১১.৬০ লাখ টাকা** **খ) ১.১৬ লাখ টাকা (১৮.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	১৯.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৪.	**মূল শাখা : রায়নগর (০৭৫২২০)** **মহেশ কুমার শাউ এবং** **মেসার্স এম কে এস এন্টারপ্রাইজ** শান্তি গার্ডেন, ফ্ল্যাট নং এস-৯, ১৮০ ব্রহ্মপুর শেখ পাড়া, কলকাতা - ৭০০০৯৬ পশ্চিমবঙ্গ **আরও ঠিকানা** - ১০৬, পঞ্চাননতলা মালি পাড়া, ব্রহ্মপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৬ পশ্চিমবঙ্গ **এ/সি নং : ০৭৫২২৫০০২১৪৪৭, ০৭৫২৩০৫৬১৩৯৪২, ০৭৫২৩০০৫০০৯৯৫** **সম্পত্তির আইডি - PUNBMKSENTERP**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩০ বর্গফুট কমবেশি নং এস৯ পশ্চিম দিকে চতুর্থ তলে-চারতলা (জি-৩) ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি এরিয়া ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,থানা : বাঁশদ্রোণী (পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক), অ্যাডিশনাল সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, পরগনা : মাগুরা, তৌজি নং ৬০, জেএল নং ৪৮, আরএস নং ১৬৯, মৌজা : ব্রহ্মপুর, খতিয়ান নং ২৪৭, দাগ নং ৫১০, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১২ এবং পরিচিত এবং সংখ্যায়িত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৮০, ব্রহ্মপুর নাথপাড়া, কলকাতা : ৭০০০৯৬ এবং অ্যাসেসি নং ৩১-১১২-০৬-০১৮০-৯ উল্লেখ্য দলিল নং ০০৪৫১-২০১৫ সালের। উক্ত সম্পত্তি যৌথভাবে মালিকানাধীন : শ্রী মহেশ কুমার শাউ, পিতা প্রয়াত বিন্দু শাউ, এবং শ্রীমতি পূজা শাউ, স্বামী শ্রী মহেশ কুমার শাউ । উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : লীনা চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে : স্থানীয় প্রকল্প প্লট নং ৮, পূর্বে : ২৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৬০১০, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৬১১২০।**	**ক. ২৫.০১.২০২৩** **খ. ৩৩,০৮,৫১২.১৪ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ০৮.০৬.২০২৩** **ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত**	**ক) ২০.১২ লাখ টাকা** **খ) ২.০২ লাখ টাকা (১৮.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	১৯.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৫.	**মূল শাখা : সন্তোষপুর (০১৪৬২০)** **মন্টু ভদ্র এবং কাকলি মল্লিক** **শ্রীমতি কাকলি মল্লিক** স্বামী প্রয়াত শ্রী মন্টু ভদ্র পিতা প্রিয়রঞ্জন ভদ্র আটঘরা সুকান্ত পার্ক, আর. এম. ঝুম মঠ, পো. ঢালুয়া সোনারপুর সোনারপুর, এসও সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫০ **এ/সি নং - ০১৪৬২৫০০০৮৮৩৯ এবং ০১৪৬৩০০০৩১৭১৮** **সম্পত্তির আইডি : PUNBMANTUBHADRA**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট শ্রী মন্টু ভদ্রর নামে পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তৃতীয়তলে, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে জি-৩ ভবনের জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ২৬৬৯, নয়াবাদ, কলকাতা- ৭০০০৯৯, থানা- সাবেক কসবা, বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৮২, আরএস দাগ নং ১৭১, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং আই-৩২৩৬/১৭, তারিখ ০৬.১১.২০১৭ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তরে - দাগ নং ১৭০ সম্পত্তি, দক্ষিণে- দাগ নং ১৭১ সম্পত্তি, পূর্বে-দাগ নং ১৭২ এবং ১৭৪ সম্পত্তি, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক সমন্বিত।	**ক. ১৩.০১.২০২০** **খ. ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ২৯.১০.২০২০** **ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত**	**ক) ২০.৩৬ লাখ টাকা** **খ) ২.০৪ লাখ টাকা (১৮.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	১৯.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৬.	**মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ এবং** **শ্রীমতি অরিত্রি ঘোষ** শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট বি২, ২য় তল, প্রেমিসেস নং ২৪৭, মধ্য বালিয়া, পো. গড়িয়া, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৪ **এ/সি নং - ০১৪৩৩০০০৪৩২১৮** **সম্পত্তির আইডি : PUNBSUSMITAGHOSH**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-২ দ্বিতীয় তলে দোতলা ‘শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট’ ভবনে পরিমাণ ৪৫০ বর্গফুট (৩৬০) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ প্রেমিসেস এবং হোল্ডিং নং ২৪৭, মধ্য বালিয়া, মৌজা- বালিয়া, জেএল নং ৪৬, সিএস দাগ নং ২৪২, এলআর দাগ নং ২৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১৮৮, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪, রাজপুর- সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ০১, সম্পত্তি শ্রীমতি শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ এবং শ্রীমতি শ্রীমতি অরিত্রি ঘোষের নামে। **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৪৬৩৪২৬ ডিগ্রি এন, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৯৭২০৪ ডিগ্রি পূর্ব।** **বালিয়া বালক সংঘের নিকট।**	**ক. ০৪.০৭.২০২৩** **খ. ২৭,৯১,২৮৪.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ০৭.১০.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম শুনানি হয়ে গেছে)**	**ক) ১৮.৮৫ লাখ টাকা** **খ) ১.৮৯ লাখ টাকা (২৭.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	২৮.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৭.	**মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **শ্রী আশিস বিশ্বাস এবং** **শ্রী অমিত বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত অপত্তি মল্লিক গ্রাম, মৌজা এবং পো. পূর্ব হোটোর, হোটোর মর্যাদা গ্রামপঞ্চায়েত, থানা - মগরাহাট ২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪৩৬১০ **এ/সি নং - ০১৪৩৩০০০৪০১১৪** **সম্পত্তির আইডি : PUNBASHISBISWAS**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অর্ধেক নির্মিত দ্বিতল বসবাসের ভবন সংশ্লিষ্ট জমি পরিমাণ ৪ (চার) ডেসিমেল, গ্রাম এবং মৌজা- হোতর, হোতর অধীন মর্যাদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭১৭ এবং ২০৩৩, এলআর দাগ নং ২৩৫৩, থানা- মগরাহাট, পো-হোতর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১-০৮৪২২-২০১১ সালের এবং দলিল নং ১-৪৭৪১-২০১৬ সালের অধীন উভয় দলিল রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত **শ্রী আশিস বিশ্বাস এবং অমিত বিশ্বাসের নামে।** **সম্পত্তির মানচিত্র অবস্থান : লঘিমা : ২২.৩০৭৭০১ ডিগ্রি এন, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৯৯৮১৩ ডিগ্রি পূর্ব।** **হোতর রেলওয়ে স্টেশনের নিকট**	**ক. ০৯.০৬.২০২৩** **খ. ২৮,৮৩,৩০৪.১৫ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ০৭.১০.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম শুনানি হয়ে গেছে)**	**ক) ২০.৩১ লাখ টাকা** **খ) ২.০৪ লাখ টাকা (২৭.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	২৮.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৮.	**মূল শাখা : বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি (১০০৩২০)** **মেসার্স দীঙ্গল কনস্ট্রাকশন** **স্বত্বা - ভৈরব দীঙ্গল** গ্রাম এবং পো - পাঁচপোতা, শচীন্দ্র পল্লী, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫২ **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা - শ্রী বিপ্লব দীঙ্গল** পিতা ভৈরব দীঙ্গল গ্রাম এবং পো - পাঁচপোতা, শচীন্দ্র পল্লী, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫২ **এ/সি নং - ১০০৩২১০৩০৫১৫০** **সম্পত্তির আইডি : PUNBU49250587001**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা : কামরাবাদ, তৌজি নং ১০৯, দাগ ন ১৬২, খতিয়ান নং ২৯, জেএল নং ৪১, এডিএসআর-সোনারপুর, হোল্ডিং নং ২৯৮, ওয়ার্ড নং ৪, থানা : সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং পাকা ভবন সহ। জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ১৬৩, দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং মিহির কুন্ডুর সম্পত্তি, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৬২,পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৬০ এবং ১৬১। **স্থান : ২২.৪৬৬০,৮৮.৪১৮৬।**	**ক. ১৭.০৩.২০২৩** **খ. ৩৫,৬৪,২৭৮.৭১ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ১৮.০৭.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ৩৩.৫৬ লাখ টাকা** **খ) ৩.৩৬ লাখ টাকা (২৭.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	২৮.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
৯.	**মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **মেসার্স দীনেশ জুয়েলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার** **স্বত্বা. দীনেশ ভান্ডারি** পিতা শ্রী জ্যোতির্ময় ভান্ডারি ঠিকানা - আলিদা, পো. আলিদা, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪৩৩৫৫ **এ/সি নং - ০১৪৩২৫০০১১৬৯৯** **সম্পত্তির আইডি : PUNBDINESH001**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দ্বিতল বসবাসের ভবন অবস্থিত ডাঙ্গা জমি পরিমাণ ২.০ ডেসিমেল, গ্রাম - আলিদা, ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- শ্যামপুর, জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৯৮, তৌজি নং ১৫৬ এবং আরএস দাগ নং ৫৯৪৭,থানা-মগরাহাট, পো-আলিদা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাংলা বিক্রয় দলিল নং ১-৩৫৫৭-২০০৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর মগরাহাট, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪১, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অনুযায়ী **শ্রী দীনেশ ভান্ডারির নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : পুকুর/দিলীপ বারিকের সম্পত্তি, পূর্বে : অরুণ বারিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : খালি জমি সমন্বিত।	**ক. ২৮.০৭.২০২৩** **খ. ৩৬,৯১,৫৬৩.০৪ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ০৭.১০.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ১৭.৫০ লাখ টাকা** **খ) ১.৭৫ লাখ টাকা (২৭.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	২৮.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
১০.	**মূল শাখা : ব্রডস্ট্রিট (০৫১৭২০)** **দোলা পাল** ৪৫৬, আনন্দপুর, ফ্ল্যাট নং ১সি, দোতলা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭০০১০৭ **এ/সি নং - ০৫১৭৩০০৫০০০২২, ০৫১৭২০আরএফ০০০০০০১৮, ০৫১৭২৫০০২১০৭৬, ০৫১৭৩০০০০৬৬৫১** **সম্পত্তির আইডি : PUNBDOLAPAUL**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৪.৭৩৬ বর্গফুট কমবেশি নং ১সি, দোতলায় পূর্ব দিকে ব্লক এ,এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এক তলায় কমবেশি এরিয়া ১০০ বর্গফুট পাঁচ (জি-৪) তলা ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৬ কাঠা ৫ ছটাক ৭ বর্গফুট মৌজা :মাদুরদহ, জেএল নং ১২, আরএস নং ২১২, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস খতিয়ান নং ২০৯, আরএস দাগ নং ২৫১ এবং ২৫২ থানা : তিলজলা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস শিয়ালদহ, অবস্থান কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৮, পুর প্রেমিসেস নং ৪৫৬, আনন্দপুর, কেএমসি অ্যাসেসি নং ৩১-১০৮-০১-০৪৫৬--৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং সম্পত্তি যৌথ মালিকানাধীন : দোলা পাল পিতা কৃষ্ণ দাস হিরা এবং তপন পাল পিতা কালীপদ পাল উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৫২৭ -২০১৪ সালের। উক্ত জমির চৌহদ্দি নিম্নমতে : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ২৫৩ সম্পত্তি, পূর্বে : সম্পত্তি আরএস দাগ নং ৩৬৪ (কেএমসি পার্ক), পশ্চিমে : শ্রী নিত্য রঞ্জন দাসের সম্পত্তি।	**ক. ১৬.০১.২০২৩** **খ. ১৮,৯১,১৮৭.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ **গ. ২৩.০৬.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)**	**ক) ৪১.৫৬ লাখ টাকা** **খ) ৪.১৬ লাখ টাকা (২৭.০৩.২০২৪)** **গ) ০.২৫ লাখ টাকা**	২৮.০৩.২০২৪ **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**

জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যেমন আছে ভিত্তিতে’।**
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে ১৯.০৩.২০২৪ তারিখ ক্রম নং (১-৫৫) এবং ২৮.০৩.২০২৪ তারিখ (ক্রম নং ৬-১০) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure. gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।

তারিখ : ২৬.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার (০৩৩-৪০২৭ ৭২১৪/৯৯৯৫০ ৬০২৯৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রাঁচি টেস্ট ইংল্যান্ডের লড়াই ছাপিয়ে গিল-জুরেলে সিরিজ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমন পিচে যেকোনো কিছু সম্ভব;গতকাল তৃতীয় দিনের খেলা শেষে নিজেদের আশার কথা শুনিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অফ স্পিনার শোয়েব বশির। রাঁচিতে বশিররা লড়াই করেছেন ঠিকই, কিন্তু ভারতের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি। ১৯২ রানের লক্ষ্যে গতকালই ৪০ রান তুলে ফেলা ভারত আজ মাঝপথে হোঁচট খেয়েছিল ৩৬ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে। কিন্তু দুই তরুণ শুবমান গিল ও ধ্রুব জুরেলের অবিচ্ছিন্ন ৭২ রানের ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে দ্বিতীয় সেশনেই ৫ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে ভারত। ধর্মশালায় শেষ ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয়ও নিশ্চিত হয়েছে তাদের, এখন তারা এগিয়ে ৩-১ ব্যবধানে। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও অধিনায়ক বেন স্টোকস জুটির যুগে এই প্রথম সিরিজ হারল ইংল্যান্ড।

হায়দরাবাদে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়েও যেমন ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিল ইংল্যান্ড, রাঁচিতে সেভাবেই জিতল ভারত। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ২৩ বছর বয়সী জুরেল। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের লিড কমিয়ে আনার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও পা হড়কাতে দেননি তিনি স্বাগতিকদের। ইংল্যান্ডের অনভিজ্ঞ স্পিন আক্রমণ চেষ্টা করেছে দারুণ, তবে 'অসম্ভব' কিছু ঘটাতে পারেনি।

যেখানে শেষ করেছিলেন দুই অপরাজিত ওপেনার রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সোয়াল, আজ শুরু করেন সেখান থেকেই। সকালে পিচে তেমন কিছু ছিল না, দিনের প্রথম ৯ ওভারেই ওঠে ৪৩ রান। ব্রেকথ্রু খোঁজে বেন স্টোকস আনেন জো রুটকে, ৮৪ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন তিনিই। রুটের ঝুলিয়ে দেওয়া বলে এক্সট্রা কাভার দিয়ে মারতে চেয়েছিলেন জয়সোয়াল, ব্যাটের কানায় লেগে শর্ট থার্ডে ওঠে ক্যাচ। সামনে ডাইভ দিয়ে দারুণভাবে সেটি নেন অ্যান্ডারসন।

জয়সোয়ালের উইকেটের পরই খোলসের ভেতর ঢুকে পড়েন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। পিচেও তখন মিলছিল টার্ন। সে উইকেটের পর মধ্যাহ্নবিরতির আগপর্যন্ত ১৯.৩ ওভারে ওঠে মাত্র ৩৪ রান, এ সময়ে ভারত হারায় আরও ২ উইকেট। টম হার্টলিকে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হন রোহিত, সেটি না হলেও অবশ্য কট বিহাইন্ড হতেন। সকালে অ্যান্ডারসনকে লং অন দিয়ে ছক্কা মারা রোহিত ফিফটি পূর্ণ করেছিলেন ৬৯ বলে, তবে ৮১ বলে ৫৫ রান করে থামেন তিনি।

এখনো পায়ের নিচে মাটি খুঁজে ফেরা রজত পাতিদারকে ফেরান শোয়েব বশির। টার্ন করে লেগ সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বলে শর্ট লেগে ক্যাচ তোলেন পাতিদার, ডান দিকে ডাইভ দিয়ে যেটি নেন ওলি পোপ। দুই ইনিংসেই বশিরের শিকার হলেন পাতিদার, এবার ফিরলেন কোনো রান না করেই। প্রথম সেশনের বাকিটা সময় সতর্ক থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা ও শুবমান গিল, জয় থেকে ৭৪ রান দূরে থাকতে বিরতিতে যায় ভারত।

দ্বিতীয় সেশনের দ্বিতীয় ওভারে পরপর ২ বলে ২ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে নেন বশির। ফুলটসে তুলে মারতে গিয়ে শর্ট মিডউইকেটে ক্যাচ দেন রবীন্দ্র জাদেজা, সরফরাজ খান ডিফেন্ড করতে গিয়ে ধরা পড়েন ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে।

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের বোলিংয়ের নায়ক বশিরের হ্যাটট্রিক বলের মুখোমুখি হয়েছিলেন ভারতের ব্যাটিংয়ের আগের ইনিংসের নায়ক জুরেল। বশিরকে হ্যাটট্রিক পেতে দেননি জুরেল, প্রথম ইনিংসের মতো আবার বাধা হয়ে দাঁড়ান ইংল্যান্ডের সামনে। তাঁর উপস্থিতি আর খেলার ধরনের খেলস থেকে বেরোন গিলও।

দুজন স্ট্রাইক বদলাতে থাকেন নিয়মিত। শিগগির স্টোকসের হাতে বিকল্পও কমে আসে। মাঝে ৩১ ওভার ব্যাট থেকে কোনো বাউন্ডারি আসেনি, সে খরা কাটান জুরেলই; বশিরের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে চার মেরে। দুজনের জুটিতে ৫০ রান আসে ১২২ বলে।

হার্টলি আর বশিরের ওপরই আস্থা রেখে গেছেন স্টোকস, এক স্পেলের পর অ্যান্ডারসনকে আনেননি। ওলি রবিনসনকে এ ইনিংসে বোলিং,ই দেননি। শেষ দিকে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি ভারত। মুখোমুখি ১২০তম বলে নিজের প্রথম বাউন্ডারিটি মারেন শুবমান গিল, সেটিও বশিরকে ছক্কা। এক বল পর মারা আরেকটি ছক্কায় ফিফটিও হয়ে যায় তাঁর।

পরের ওভারে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন জুরেল;হার্টলিকে চারের পর ডাবলস নিয়ে। জুরেলের বলে জয়সূচক রান;ভারতের জন্য একদম 'পারফেক্ট' শেষ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ৩৫৩ ও ১৪৫

ভারত ৩০৭ ও ৬১ ওভারে ১৯২/৫ (রোহিত ৫৫, জয়সোয়াল ৩৭, গিল ৫২*, পাতিদার ০, জাদেজা ৪, সরফরাজ ০, জুরেল ৩৯*; রুট ১/২৬, হার্টলি ১/৭০, বশির ৩/৭৯, অ্যান্ডারসন ০/১২))

ফল ভারত ৫ উইকেটে জয়ী

সিরিজ ভারত ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে

রোহিতের মুখে তারুণ্যের জয়গান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা গর্বিত। সেটা শুধু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখেই জেতার জন্য নয়। আরেকটু গভীরে তাকালে ভারত অধিনায়কের গর্বের কেন্দ্রবিন্দুটা দেখা যায়। ইএসপিএনক্রিকইনফো সেখানে আলোকপাত করায় দেখাটাও সহজ; ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইটটির দাবি, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই সিরিজে জেতা তিনটি ম্যাচ ভারতের সেরা ছয়টি টেস্ট জয়ের 'বিশেষ' তালিকায় স্থান পাবে। বিশেষ;এই কথাটা একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। প্রতিপক্ষ দলের অভিজ্ঞতা এবং সে তুলনায় অনভিজ্ঞ দল নিয়ে জয়;এই মাপকাঠিতে বিশেষ।

২০০০-০১ মৌসুমে চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের জেতা টেস্টটি উদাহরণ হিসেবে টেনেছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। সে টেস্টে স্টিভ ওয়াহর অস্ট্রেলিয়াকে ২ উইকেটে হারিয়েছিল সৌরভ গাঙ্গুলীর ভারত। অন্তত ম্যাচ খেলার সংখ্যা বিচারে সেই টেস্টে সৌরভের দলের চেয়ে ২.৮৩ গুণ বেশি অভিজ্ঞ ছিল অস্ট্রেলিয়া দল।

এবার পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজে বিশাখাপট্টনম, রাজকোট ও রাঁচিতে হার মানা অস্ট্রেলিয়া দলও কিন্তু ম্যাচ খেলার সংখ্যা বিচারে রোহিতের দলের চেয়ে দ্বিগুণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল। কিন্তু তারুণ্যের সময়োচিত শীতল মাথার কাছে হার মেনেছে অভিজ্ঞতা। রাজকোটে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সোয়ালের 'ডাবল' সেঞ্চুরি, দুই ইনিংসেই সরফরাজ খানের ফিফটি;এসব তারুণ্যের জয়গান। কিংবা বিশাখাপট্টনমে জয়সোয়ালের 'ডাবল' এবং শুবমান গিলের সেঞ্চুরি, এসব পারফরম্যান্স তো অভিজ্ঞতার বিপক্ষে তারুণ্যেরই জবাব।

রাঁচিতে ৫ উইকেটে জিতে সিরিজও ৩-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিতের পর সংবাদ সম্মেলনে রোহিত তাই বললেন, 'সন্দেহ নেই সিরিজে কঠিন লড়াই হয়েছে। চার ম্যাচ শেষে জয়ী দলের কাতারে থাকতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে। ড্রেসিংরুমের সবাইকে নিয়ে আমি গর্বিত। অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের সামনে। ভিন্ন ভিন্ন টেস্ট ম্যাচে ভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আমরা দারুণভাবে সবকিছুর জবাব দিয়েছি।'

জবাব দেওয়ার এই তালিকায় রোহিতের দলের তরুণেরাই থাকবেন সবার ওপরে। রাঁচি টেস্টের কথাই ধরুন। ১৯২ রান তাড়া করতে নেমে রোহিত নিজে করেছেন ৫৫। কিন্তু রাঁচিতে চতুর্থ ইনিংসে শিরোনাম হবে;ভারতের তরুণদের ধৈর্য। এই রান তাড়া করার পথে টানা ৩১ ওভারের একটি সময় গিয়েছে, যখন ভারতের ব্যাটসম্যানেরা কোনো বাউন্ডারি মারেননি, আর ধৈর্যের এই পরীক্ষায় বেশ বড় অবদান দুই তরুণ ধ্রুব জুরেল (৭৭ বলে ৩৯* ও শুবমান গিলের (১২৪ বলে ৫২*)। চাপটা শুষে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় জিতিয়েছেন দুজন।

তরুণদের নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'এটা পরিষ্কার যে তারা দলে থাকতেই এসেছে। অতীতে উঠে আসার পথে তারা যত পরিশ্রম করেছে, স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করা, এরপর এখানে...অবশ্যই টেস্ট ক্রিকেট খুব বড় চ্যালেঞ্জ। এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় যেমন উত্তর পাই সেসব সত্যিই প্রেরণাদায়ক। তাই আমার এবং রাহুল ভাইয়ের (প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়) কাজ হলো তারা দলে যেমন পরিবেশ চায়, তেমন পরিবেশ তৈরি করা। মাঠে গিয়ে পারফর্ম করা নিয়ে তারা ভাবে না। তারা এটাই করতে চায়। তাই বারবার সেসব দায়িত্ব মনে করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। কারণ দলে আসার সময়ই তারা নিজেদের লক্ষ্যটা জানত।'

রাজকোটে অভিষেক টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে ৪৬ রান করেছিলেন জুরেল। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি। রাঁচিতে ভারতের প্রথম ইনিংসে তাঁর ২৩ বছর বয়সী জুরেলের ১৪৯ বলে ৯০ রানের ইনিংসটি ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। তাতে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম ইনিংসে রানের ব্যবধান ৫০ এর নিচে নেমে এসেছিল, ইংল্যান্ড নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৫ রানে অল আউট হওয়ায় যে কারণে সব মিলিয়ে জয়ের জন্য লক্ষ্যটা বেশি হয়নি ভারতের জন্য।

জুরেল ছাড়াও অন্যদের প্রশংসাও করলেন রোহিত, 'ধ্রুব জুরেল দ্বিতীয় ম্যাচেই নিজের ধৈর্য এবং মাথা ঠান্ডা রেখেছে। সে শট খেলতে পারে উইকেটের চার পাশেই। প্রথম ইনিংসে তার ৯০ রানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর দ্বিতীয় ইনিংসে শুবমান গিলের সঙ্গে পরিণত মস্তিষ্কের ছাপও রেখেছে।'

টি টোয়েন্টির পোলার্ড, কোথাও কোচ, কোথাও খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক কাইরন পোলার্ডের কত পরিচয়!

কখনো তিনি বোলার, কখনো ব্যাটসম্যান, কখনো ফিল্ডার। অলরাউন্ডার নামে পরিচিত একজন ক্রিকেটারের বেলায় তো এটাই হওয়ার কথা। কিন্তু পোলার্ডের বেলায় এটা বলার একটা কারণ আছে। কারণ, একজন ফিল্ডার হিসেবে পোলার্ড যা পারেন, তাতে শুধু ফিল্ডার হিসেবেও হয়তো তাঁকে দলে নেওয়া যায়! ফিল্ডার হিসেবে পোলার্ড কী পারেন, তার নমুনা গত পরশুর পাকিস্তান সুপার লিগে লাহোর বনাম করাচির ম্যাচ দেখলেই বুঝবেন।

মজার ব্যাপার হলো, পোলার্ডের পরিচয় এখানেই শেষ নয়। তিনি একজন কোচও। সেটাও যেনতেন কোনো দলের নয়। আইপিএলে মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ তিনি। আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্বেও থাকবেন এই অলরাউন্ডার। অর্থাৎ একই পোলার্ড একই সঙ্গে কোচ, আবার খেলোয়াড় হিসেবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাঠও।

২০১০ থেকে ২০২১;এই সময়ে পোলার্ড আইপিএলে মুম্বাইয়ের হয়ে খেলেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজটির হয়ে প্রথম ১৫০ ম্যাচ খেলার কীর্তিও তাঁর। এরপর পোলার্ড আইপিএল থেকে অবসর নেন। ২০২২ সালে হন মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ। আইপিএল থেকে অবসর, ক্রিকেট থেকে নয়! এখনকার ক্রিকেটারদের সুবিধাটাই এই, চাইলে আলাদা করে কোনো লিগ থেকেও অবসর নেওয়া যায়। অবশ্য সে জন্য পোলার্ডের মতো চাহিদা থাকতে হবে। ২০২২ আইপিএল মৌসুম থেকে পোলার্ড মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করছেন।

এরপর গত ডিসেম্বরে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ হিসেবে পোলার্ডের নাম ঘোষণা করে ইংল্যান্ড। আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই আসরে স্থানীয় কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য পোলার্ডকে নিয়োগ দেওয়ার কথা নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

মুম্বাই ও ইংল্যান্ডের কোচ খেলে বেড়াচ্ছেন অন্য লিগগুলো। এসএ টি-টোয়েন্টি, ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি থেকে পিএসএল সব জায়গায় খেলছেন। বর্তমানে পোলার্ড খেলছেন পিএসএলে। কোচ পোলার্ড ব্যাট হাতে পারফর্মও করছেন।

পরশু লাহোরের বিপক্ষে ১৭৭ রানের লক্ষ্যে করাচি যখন ৪৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপদে, তখন ক্রিজে এসে খেলেন ৩৩ বলে ৫৮ রানের ইনিংস, হন ম্যাচসেরা। এর আগে লং অফে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত ছক্কা বাঁচিয়ে সেটাকে ক্যাচে পরিণত করেন পোলার্ড। শুধু এই ম্যাচে নয়, এর আগের দুই ম্যাচেও রান পেয়েছেন। টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম ম্যাচে মুলতান সুলতানের বিপক্ষে অপরাজিত ২৮ রানের ইনিংস খেলার পর পেশোয়ার জালমির বিপক্ষে খেলেছেন অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংস, সেটাও ২১ বলে।

সবচেয়ে বেশি ৬৫৪টি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি খেলা এই ক্রিকেটার কবে খেলোয়াড়ি জীবনকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানাবেন, কে জানে! এখন তাঁর বয়স ৩৬ বছর ২৮৯ দিন। টি-টোয়েন্টি খেলার জন্য জন্য খুব বেশিও কিন্তু নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহির তো ৪৪ বছর বয়সেও খেলে যাচ্ছেন। তাই খেলোয়াড় পোলার্ডের সমাপ্তি বোধ হয় এখনই টানা ঠিক হবে না। কোচ ও ক্রিকেটার;দুই ভূমিকাতেই একসঙ্গে পোলার্ডকে আরও কিছুদিন হয়তো পাবে ক্রিকেট-বিশ্ব।

কোহলিকে ছাড়াই সিরিজ জয়, রাঁচী টেস্ট শেষ হতেই রোহিতেরা পেলেন বিরাট-শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলিকে ছাড়াই সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। সোমবার রাঁচীতে চতুর্থ টেস্টে জয় এসেছে পাঁচ উইকেটে। সিরিজে অংশ না নিলেও ভারতের খেলার উপর নজর রেখেছিলেন কোহলি। সিরিজ জিততেই শুভেচ্ছা জানালেন রোহিতদের।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কারণে জাতীয় দল থেকে ছুটি নিয়েছেন কোহলি। প্রথমে দু'টি টেস্ট এবং পরে বাকি সিরিজ থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নেন। কিছু দিন আগে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান অকায়ের জন্ম হয়েছে। কোহলি এই মুহূর্তে লন্ডনে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

চতুর্থ টেস্ট শেষ হওয়ার পরেই কোহলি টুইট করেন, তেইয়েস!!! আমাদের তরুণ দলের অসাধারণ সিরিজ জয়। জেদ, দায়বদ্ধতা এবং ধৈর্য দেখিয়ে সিরিজ জিতল ওরা।দ

কোহলি একাই নন, টুইট করেছেন অনেকেই। সচিন তেন্ডুলকর যেমন ভারতীয় দলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, তস্কার হল ৩-১। চাপের মুহূর্ত থেকে আরও এক বার ফিরে এসে লড়াই করে জিতল ভারত। দলের ক্রিকেটারদের চারিত্রিক দৃঢ়তা

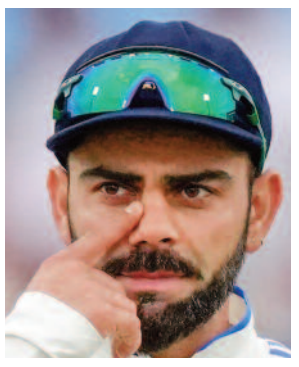

এবং মানসিক শক্তি কতটা এর থেকেই বোঝা যায়।

তিনি কয়েক জন ক্রিকেটারের নামও আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম স্পেলেই অসাধারণ বল করল আকাশদীপ। দুটো ইনিংসেই খুব ভাল লেংথ বুঝতে পেরেছে ধ্রুব জুরেল। ওর ফুটওয়ার্কও দারুণ। কুলদীপের সঙ্গে প্রথম ইনিংসে ওর জুটি আমাদের ম্যাচে টিকিয়ে রেখে ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ওর খেলা আমাদের জিতিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে কুলদীপের স্পেলটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অশ্বিন, জাডেজা, রোহিত নিজেদের কাজ করেছে। রান তাড়া করার সময় শুভমন গিলের মানসিকতা আমার ভাল লেগেছে।

বাজবল, যুগে প্রথম সিরিজ হার, তবু গর্বিত স্টোকস

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজবল,যুগে প্রথম সিরিজ হারের স্বাদ পেয়েছে ইংল্যান্ড। ভারত সফরে টানা তিন টেস্টে হেরে এক ম্যাচ আগেই পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা হেরে যাওয়া নিশ্চিত হয়েছে বেন স্টোকস-ব্রেন্ডন ম্যাককালামের ইংল্যান্ডের। রাঁচিতে চতুর্থ টেস্টে ইংলিশদের হারের বড় কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়। তবে দ্বিতীয় ইনিংসের সেই ব্যাটিংকে শূলে চড়াতে চান না ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বরং আঙুল তুলেছেন উইকেট ও কন্ডিশনের দিকে। তৃতীয় দিনের কন্ডিশনে ব্যাটিং করাটা প্রায় 'অসম্ভব' ছিল বলেই মনে করেন স্টোকস।

প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানের লিড নেওয়া ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় ১৪৫ রানে। ভারতের তিন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব ভাগাভাগি করে নেন ইংলিশদের ১০ উইকেট।

রাঁচি টেস্টে হারের পর ম্যাচ, পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে স্টোকসকে জিজ্ঞেস করা হয় ইংল্যান্ডের ব্যাটিং নিয়ে। সেখানেই নিজের যুক্তি উপস্থাপন করেন স্টোকস, 'আমার তো মনে হয়, কিছু সময় আমরা ভালোই ব্যাটিং করেছি। আমাদের গতকালের ব্যাটিংয়ে কথাই ধরি। আমি অসম্ভব শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না। কারণ, আমি কোনো কিছুকেই অসম্ভব মনে করি না। তবে গতকাল অমন কন্ডিশনে অশ্বিন, জাদেজা ও কুলদীপের বিপক্ষে ব্যাট করাটা অসম্ভব রকমের কঠিন ছিল। আপনি যখন রান বাড়িয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে চাইছেন, তখনই রান করাটা খুব কঠিন হয়ে গেল।'

ভারতীয় স্পিনারদেরও প্রাপ্য কৃতিত্ব দিতে কার্পণ্য করলেন না স্টোকস, 'ভারতীয় স্পিনাররা যেভাবে গতকাল বল করেছে আমাদের শুধু রান তুলতেই কষ্ট হয়নি, স্ট্রাইক বদলানোও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ওই সময়টা খুব খুব কঠিন ছিল।'

তবে কঠিন সেই কন্ডিশনেই ভারতীয়রা ১৯২ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে ৫ উইকেট হাতে রেখেই। রোহিতরা কীভাবে পারলেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে টিএনটি স্পোর্টকে স্টোকস বললেন নিজেদের স্কিল,ঘাটতির কথা, 'ক্রিকেট তো স্কিলের বিপক্ষে স্কিলের খেলা, তাই না? আপনি যখন ব্যাপারটাকে স্কিলের বিপক্ষে স্কিলের লড়াই হিসেবে দেখবেন, বলতে দ্বিধা নেই এই ম্যাচে তাদের স্কিল আমাদের চেয়ে ভালো ছিল।'রতে একটা দল হিসেবে পুরো সপ্তাহে আমরা যা করেছি, তাতে পুরো দল নিয়েই আমি গর্বিত।

ভারত ৫ উইকেটে জিতেছে। শুধু ফলের ঘরের সংখ্যাটা দেখলে মনে হতেই পারে খুব সহজেই জিতেছে ভারত। তবে স্টোকস সেটি মানতে নারাজ। তাঁর মতে, ফলটা ম্যাচের আসল ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, 'আমার মনে হয়, অসাধারণ এক টেস্ট ম্যাচ ছিল এটি। আপনি যদি স্কোরবোর্ড দেখেন, ভারত ৫ উইকেটে জিতেছে। আমার মনে হয় না এতে পুরো ম্যাচের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। প্রতিটি দিনেই ম্যাচের গতিপ্রকৃতি কতবার বদলে গেছে।'

হারলেও নিজ দলের স্পিনারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন স্টোকস, 'ম্যাচটা যে এমন নাটকীয় হলো তাঁর কৃতিত্ব আমাদের দুই স্পিনার টম হার্টলি ও শোয়েব বশিরকেও দেব। পুরো টেস্টেই তাদের পারফরম্যান্স দারুণ ছিল। তবে আজকের দিনটা তাদের ভালো যায়নি। তবে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এমন তো হতেই পারে। ওই দুজনকে নিয়ে নিয়ে আমি গর্বিত। তবে ভারতে একটা দল হিসেবে পুরো সপ্তাহে আমরা যা করেছি, তাতে পুরো দল নিয়েই আমি গর্বিত।'

মেসির গোলে বেকহামের সাবেক দলের সঙ্গে মায়ামির ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যালিফোর্নিয়ার কারসনের পুরো সন্ধ্যাটাই বলতে গেলে ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির। মেজর লিগ সকারের ম্যাচটিতে ৯০ মিনিট পর্যন্ত ইন্টার মায়ামির ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে তারা। ১-০ গোলে এগিয়েও ছিল। এরপরও তারা সন্ধ্যাটা জয়ের রঙে রাঙাতে পারেনি।

এর তো একটাই কারণ;ডেভিড বেকহামের মালিকানার দল ইন্টার মায়ামিতে যে আছেন লিওনেল মেসি! তিনি যদি পুরো সময়ও প্লান হয়ে থাকেন, এক মুহূর্তের ঝলকেই করে ফেলতে পারেন যেকোনো কিছু। বদলে ফেলতে পারেন ম্যাচের রঙ! আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক তেমনই এক ঝলকে বেকহামের সাবেক দল লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র এনে দিয়েছেন মায়ামিকে।

ম্যাচে তখন যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিট। মায়ামির সব আশা শেষ বলেই মনে হচ্ছিল। অন্যদিকে জয়ের উৎসব শুরুই করে দিয়েছিল এলএ গ্যালাক্সির সমর্থকেরা। তেমন সময়ই ঝলক উপহার দিলেন বার্সেলোনার দুই সাবেক খেলোয়াড়। জর্দি আলবা দিলেন দুর্দান্ত এক পাস। আর সেই পাস থেকে মেসি অসাধারণ ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে এনে দেন গোল।

বার্সেলোনার আরেক সাবেক খেলোয়াড় সের্হিও বুসকেতসের ভুলে গ্যালাক্সি অবশ্য এগিয়ে যেতে পারত ম্যাচের শুরুর দিকেই। নিজেদের বক্সের মধ্যে ফাউল করেছিলেন মায়ামির মিডফিল্ডার বুসকেতস। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব র্থ হন বার্সেলোনা থেকেই ২০২২ সালে গ্যালাক্সিতে নাম লেখানো রিকি পুচ।

৭৫ মিনিটে অবশ্য ভুল করেননি দেয়ান জোভেলিচ। অসাধারণ এক গোলে তিনি এগিয়ে দেন গ্যালাক্সিকে। এ গোলের পরও মায়ামিকে কোণঠাসা করে রাখে তারা। রক্ষণ থেকে মাঝমাঠ বা আক্রমণ;সব জায়গাতেই এগিয়ে ছিল গ্যালাক্সি। কিন্তু মেসির এক মুহূর্তের ঝলক তাদের সেই এগিয়ে থাকার আনন্দ ম্লান করে দিয়েছে।

এর আগে গত বুধবার এবারের মেজর লিগ সকারে নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিয়েল সল্ট লেকের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে মায়ামি। সেই ম্যাচে মেসি গোল পাননি। তবে সতীর্থকে দিয়ে গোল করিয়ে দলের জয়ে অবদান রাখেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**